রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ২১, ১৯৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-৯

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৫ই জুন ১৯৯৭ ইং/২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪ বাং

এস, আর, ও, নং ১২২-আইন/৯৭/শা-৯/রায়-৫/৯৫—Industrial Relations Ordinance, 1969 (Ordinance No. XXIII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্দ্বারা প্রকাশ করিল, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নম্বর
১	২	৩
১।	ফৌজদারী মোকদ্দমা নম্বর	৪২/৯৫
২।	আই, আর, ও, মামলা নম্বর	২৬৩/৯৫
৩।	ফৌজদারী মোকদ্দমা নম্বর	৩৫/৯৫
৪।	ফৌজদারী মোকদ্দমা নম্বর	৫৭/৯৫
৫।	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নম্বর	২৪/৯৫
৬।	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নম্বর	৭/৯৫

মূল্য ঃ টাকা ১০.০০

১	২	৩
৭।	আই, আর, ও, মামলা নম্বর	৮২/৯৪
৮।	ফৌজদারী মোকদ্দমা নম্বর	৩২/৯৬
৯।	মুজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নম্বর	৩৩/৯৫
১০।	ফৌজদারী মোকদ্দমা নম্বর	২৯/৯৬
১১।	অভিযোগ মামলা নম্বর	৬/৯৬
১২।	ফৌজদারী মোকদ্দমা নম্বর	২০/৮৭
১৩।	ফৌজদারী মোকদ্দমা নম্বর	৩৯/৯৬
১৪।	আই, আর, ও, মোকদ্দমা নম্বর	১৯২/৯৫
১৫।	আই, আর, ও, মোকদ্দমা নম্বর	গ ১৯৩/৯৫
১৬।	আই, আর, ও, মোকদ্দমা নম্বর	১৯৪/৯৫
১৭।	আই, আর, ও, মামলা নম্বর	১৯৫/৯৫
১৮।	আই, আর, ও, মামলা নম্বর	১৯৬/৯৫
১৯।	আই, আর, ও, মামলা নম্বর	১৯৮/৯৫
২০।	আই, আর, ও, মামলা নম্বর	১৯৯/৯৫
২১।	অভিযোগ মামলা নম্বর	১০/৯৫
২২।	অভিযোগ মামলা নম্বর	১১/৯৫
২৩।	অভিযোগ মামলা নম্বর	১২/৯৫
২৪।	অভিযোগ মামলা নম্বর	১৩/৯৫
২৫।	অভিযোগ মামলা নম্বর	১৪/৯৫
২৬।	অভিযোগ মামলা নম্বর	১৫/৯৫
২৭।	অভিযোগ মামলা নম্বর	১৬/৯৫
২৮।	অভিযোগ মামলা নম্বর	১৭/৯৫
২৯।	অভিযোগ মামলা নম্বর	১৮/৯৫
৩০।	মুজুরী পরিশোধ মামলা নম্বর	৫৫/৯৫
৩১।	আই, আর, ও, মামলা নম্বর	১৬/৯৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মীর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত

শ্রম ভবন (৭ম তলা),

৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী কেস নং ৪২/৯৫

এম, মনিরুজ্জামান মিজান
পিতা আঃ মান্নান মুন্সী,
১১৯/এ, উত্তর যাত্রাবাড়ী (চৌরাস্তা),
থানা ডেমরা, ঢাকা-১২০৪—অভিযোগকারী।

বনাম

(১) শেখ আকিজ উদ্দিন,
পিতা মৃত শেখ মফিজ উদ্দিন,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
এস, এ, এফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ,
প্রধান কার্যালয়,
৭৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
থানা মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

(২) মিঃ হেলাল আহমেদ, ডেপুটি ম্যানেজার (হিসাব),
আকিজ গ্রুপ অব কোম্পানীজ,
৭৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
থানা মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

(৩) মিঃ শেখ এম, এ, জালাল, একাউন্টস অফিসার,
আকিজ গ্রুপ অব কোম্পানীজ,
৭৩, বাণিজ্যিক এলাকা,
থানা মতিঝিল, ঢাকা—আসামীগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৬, তারিখ ২-৩-৯৭।

মামলাটি অদ্য চার্জ শুনানী ও আদেশের জন্য ধার্য আছে। বাদী ও জামিনপ্রাপ্ত আসামীগণকে ডাকিয়া পাওয়া গেল না। এখন সময় ১২-৩০ মিনিট নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, পক্ষগণের মধ্যে আপোষ হওয়ায় বাদী এম, মনিরুজ্জামান মিজান কর্তৃক মামলাটি পরিচালনা না করার হেতুতে খারিজ করার প্রার্থনায় ২৩-২-৯৭ ইং তারিখ একটি দরখাস্ত দাখিল করা হয়। এমতাবস্থায় এইরূপ;

আদেশ হইল যে—বাদীর অনুপস্থিতির কারণে অত্র ফৌজদারী মামলা ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় খারিজ করা হইল এবং জামিনে থাকা আসামী নং (১) শেখ আকিজ উদ্দিন, (২) হেলাল আহমেদ ও (৩) শেখ এম, এ, জালালকে তাহাদের বিরুদ্ধে

আনীত অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা গেল এবং তাহারা তাহাদের জামিন নামার দায় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবেন।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আইন, আর, ও, মামলা নং ২৬৩/৯৫

মোঃ শাহীন,
১৪১, দক্ষিণ মুগদাপাড়া,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

স্বত্বাধিকারী,
শাহ জালাল রেস্তোরা,
১০০৭, মালিবাগ বাজার,
বিশ্বরোড, ঢাকা-১২১৭—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৪, তারিখ ৪-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী খোরশেদ আলী ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব এস, এ, খালেক উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম ও দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। প্রথম পক্ষ গত ২১-১১-৯৬ ও ২৪-১১-৯৬ ইং তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। এমতাবস্থায়, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মোকদ্দমা নং ৩৫/৯৫

আশরাফুল হোসেন,
গ্রাম আলীনগর,
পোঃ কলাতিয়া,
থানা কেরানীগঞ্জ,
জেলা ঢাকা—বাদী।

বনাম

(১) বদর উদ্দিন আহমেদ,

(২) আনসার উদ্দিন আহমেদ,

(৩) এ, কে, এম, বদরুদ্দোজা,
পার্টনারস,
বি, আহমেদ এন্ড কোং এডভোকেটস,
৯০২, সেনাকল্যাণ ভবন (নবম তলা),
১৯৫, মতিঝিল বা/এ,
থানা মতিঝিল, ঢাকা—আসামীগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৭, তারিখ ২-৩-৯৭।

বাদী আশরাফুল হোসেন অনুপস্থিত। তাহাকে ডাকিয়া পাওয়া গেল না। জামিনপ্রাপ্ত আসামী নং (১) বদর উদ্দিন আহমেদ ও (২) আনসার উদ্দিন আহমেদ ও ফৌজদারী কার্য বিধির ২০৫ ধারায় ব্যক্তিগত উপস্থিতি মওকুফ প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদের পক্ষে নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। আসামী নং (৩) এ, কে, এম বদরুদ্দোজার প্রতি সমন জারীর প্রতিবেদন মোতাবেক বর্তমানে তিনি বি, আহমেদ এন্ড কোম্পানীতে নাই। বাদীর নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। শুনিলাম। নথি দৃষ্টে ইতিপূর্বেও বাদীর অনুপস্থিতির কারণে তাহার নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী কর্তৃক দরখাস্ত দেওয়া হয়। সময়ের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। বাদীর অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারা অনুসারে খারিজযোগ্য। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—আসামী নং (১) বদর উদ্দিন আহামেদ, (২) আনসার উদ্দিন আহামেদ ও (৩) এ, কে, এম, বদরুদ্দোজাকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারা মোতাবেক অত্র মামলায় আনীত অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। আসামী নং (১) বদর উদ্দিন ও (২) আনসার উদ্দিন আহমেদকে জামিনের দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ৫৭/৯৫

মোঃ জলিল, কার্ড নং ৬১৯,
পিতার নাম ঃ—
ঠিকানা ২১৯, পূর্ব গোরান, রোড-৮,
ঢাকা-১২১৯—বাদী।

বনাম

(১) জনাব মঞ্জুর রহমান বাসকিন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মেসার্স ওরভাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব শাহীন, জেনারেল ম্যানেজার,
মেসার্স ওরভাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও, ঢাকা—**আসামী পক্ষ।**

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৭, তারিখ ৩-৩-৯৭।

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী ও আসামীগণ উপস্থিত। বাদীর বিজ্ঞ-আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। শুনিলাম ও নথি দেখিলাম। সময়ের প্রার্থনাঅগ্রাহ্য হইল। মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। বাদীর বিজ্ঞ-আইনজীবী পি, ডব্লিউ-কেস নম্বর ৮৬/৯৫ এর নথিতে রক্ষিত কাগজ পত্র অত্র মামলায় জুডিশিয়াল নোটিশে গ্রহণ করার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

নালিশী দরখাস্ত মোতাবেক বাদীর মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, বাদী ১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাস হইতে আসামীগণের প্রতিষ্ঠানে মাসিক ১৫০০ টাকা বেতনে কাজ করিতেন। বাদী সহ সকল শ্রমিকদের-১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের বেতন ও নভেম্বর/৯৪, ডিসেম্বর/৯৫, জুলাই/৯৫, আগষ্ট/৯৫, সেপ্টেম্বর/৯৫ মাসের ওভার টাইম এর টাকা পরিশোধ না করায় ১ নং আসামীর কাছে রেজিষ্ট্রী ডাকে অনুযোগ পত্র দেওয়া হয়। ইহাতে ক্ষীপ্ত হইয়া আসামী নং (২) বাদীসহ অন্যান্য শ্রমিকদের জোরপূর্বক ইস্তফা পত্রের মধ্যে সহি করিতে বলেন। কিন্তু বাদী ও অন্যান্য শ্রমিকরা সহি দিতে অস্বীকার করিলে তাহাদিগকে ফ্যাক্টরীতে ঢুকিতে দেওয়া হয় নাই। বাদী ও অন্যান্য শ্রমিকগণ ৫-১০-৯৫ ইং তারিখ ১ নং আসামীর নিকট অনুযোগ পত্র দেয়। পরবর্তীতে বাদী ২১-১০-৯৫ ইং তারিখ সকল পাওনাসহ কাজে যোগদানের অনুমতি চাহিয়া পত্র দেন এবং আসামী নং (১) উহা গ্রহণ না করায় ১২-১১-৯৫ ইং তারিখ ফেরত আসে। বাদীর পাওনাদি নিম্নরূপ:

(ক) সেপ্টেম্বর/৯৫ ও অক্টোবর এর ১২ দিনের বেতন—	২,২০০
(খ) নভেম্বর/৯৪, ডিসেম্বর/৯৪, জুলাই/৯৫, আগষ্ট/৯৫, সেপ্টেম্বর/৯৫ এর ওভারটাইমের পাওনা বাবদ টাকা—	১০,০০০
(গ) টারমিনেশন বেনিফিট ৪ মাসের বেতন—টাকা	৬,০০০
	১৮,২০০, টাকা

উল্লেখিত বেতন ভাতাদি ও প্রাপ্য পাওনাদি যথাসময়ে পরিশোধ না করায় আসামীগণের বিরুদ্ধে ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় শাস্তির প্রার্থনায় অত্র মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

আসামী পক্ষের ২৪১(এ) ধারা মোতাবেক দাখিলী দরখাস্তের সমর্থনে বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় আনীত অভিযোগের বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে ঐ আইনের ২১ ধারা অনুসারে দাবীর অর্থ সম্পর্কে Bonafide dispute রহিয়াছে বিধায় অত্র মামলা চলিতে পারে না এবং আসামীগণ অব্যাহতি প্রাপ্তযোগ্য।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম এবং পি, ডব্লিউ-কেস নং ৪৬/৯৫ নম্বর মামলায় দাখিলী কাগজপত্র দেখিলাম। ৫-১০-৯৫ ইং তারিখের অনুযোগ পত্রে দাবীকৃত মাসের এবং দাবীকৃত টাকার পরিমাণ উল্লেখ নাই। আরও প্রতীয়মান হইতেছে যে দাবীর প্রেক্ষিতে বাদী অন্যান্য শ্রমিক ও আসামীগণের মধ্যে পাওনা টাকা নিয়া বাদানুবাদ হয়। কাজেই, মজুরী পরিশোধের ক্ষেত্রে মজুরী পরিষদ আইনের ২১(ক)(১) ধারার আওতায় ব্যত্ত ঘটিয়াছে যাহা উক্ত ধারার বিধানাবলী আকৃষ্ট করে। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে অত্র মামলার বাদী আবদুল জলিল কর্তৃক পি, ডব্লিউ-কেস নং ৫০/৯৫ তে একই পরিমাণ মজুরী, ওভারটাইম ও টারমিনেশন বেনিফিট বাবদ অর্থ দাবী করা হইয়াছে এবং মোকদ্দমাটি সাক্ষীর স্তরে রহিয়াছে। এমতাবস্থায়, এই মামলার কার্যক্রম চলিতে পারে না। অপরদিকে বাদী পক্ষের বক্তব্য এই যে যেহেতু অত্র ফৌজদারী মামলা ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ৫ ধারা লংঘনের জন্য উক্ত আইনের ২০ ধারায় দায়ের করা হইয়াছে সেহেতু পি, ডব্লিউ-কেস নম্বর ৫০/৯৫ এর সহিত কোন সংশ্লিষ্টতা নাই। পি, ডব্লিউ ৫০/৯৫ নম্বর মামলাটি ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারার বিধান মোতাবেক পরিচালিত হইবে এবং উহার সিদ্ধান্ত পৃথক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে গৃহীত হইবে।

সর্বশেষে সকল কাগজাদি এবং উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে বাদীর দাবী মোতাবেক আসামীগণ কর্তৃক বেতন ভাতাদি দিতে বিলম্বের যে কারণ রহিয়াছে তাহা উভয় পক্ষের মধ্যে একটি গোলযোগ ঘটার প্রেক্ষিতে ঘটিয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে বাদীর দাবীর প্রেক্ষিতে বিরোধ এবং তৎপ্রেক্ষিতেই মজুরী পরিশোধে এই বিলম্ব ঘটিয়াছে যাহা মজুরী পরিশোধ আইনের ২১ ধারা আকৃষ্ট করে। এহেন পরিস্থিতিতে আসামীগণের দাখিলী ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—আসামী নং (১) মজুর রহমান রাসকিন, (২) শাহীনকে উভয় পক্ষের শুনানী অন্তে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারার আওতায় অত্র ফৌজদারী মামলায় তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে জামিননামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক

চেয়ারম্যান,

দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

পি, ডব্লিউ মোকদ্দমা নং ২৪/৯৫

আবদুল মোতালিব,
পিতা মৃত আকরাম আলী,
সাবেক কর্মস্থলের ঠিকানা—
সহকারী (মাঠকর্মী হিসাবে কর্মরত),
উইভিপি, বিসিক, স্বরূপকাঠি,
পিরোজপুর।
হালে সাং গ্রাম আশুলী,
পোঃ কিশোরগঞ্জ,
থানা লালমোহন,
জেলা ভোলা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন,
১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০।

(২) চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন,
১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০—প্রতিপক্ষগণ।

উপস্থিত : মোঃ আবদুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায়

ইহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক দরখাস্তকারী আবদুল মোতালিব কর্তৃক আনীত একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষিপ্তকারে তাহার মোকদ্দমা এই যে, তিনি প্রতিপক্ষ সংস্থার অধীনে ১-১০-৫৯ ইং তারিখে পিয়ন পদে নিয়োগ পত্র পাইয়া কাজে যোগদান করেন এবং ২২-১২-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত একনাগারে চাকুরীতে নিয়োজিত অবস্থায় ২৩-১২-৯৪ ইং তারিখ হইতে অবসর পূর্ব প্রস্তুতিজনিত ছুটিতে যাওয়ার জন্য ২৫-১০-৯৪ ইং তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সচিব, বরাবরে একটি আবেদন করেন। যাহা স্বরূপকাঠি অফিসার কর্তৃক সচিবের জ্ঞাতার্থে ৩১-১০-৯৪ ইং তারিখে প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিত ২২-২-৯৫ ইং তারিখে স্বরূপকাঠি অফিসের প্রকল্প পরিচালকের সংস্থার সচিব বরাবরে লিখিত পত্রের অনুলিপি প্রাপ্তির পর তিনি জানিতে পারে যে তাহাকে ২৩-১২-৯৪ ইং তারিখ হইতে এল,পি,আর, এ যাওয়ার নিমিত্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এবং কত তারিখ পর্যন্ত পূর্ণ বেতন ও কত তারিখ পর্যন্ত অর্ধ বেতনে এল,পি,আর, ভোগ করিবেন সে ব্যাপারে কোন চিঠি পত্র উক্ত স্বরূপকাঠি অফিসে নাই মর্মে সংস্থার সচিবকে জানাইয়া দেওয়া হয়। ২৩-১২-৯৪ ইং তারিখ হইতে তাহাকে তাহার কর্মস্থলে আর কোন হাজিরা গ্রহণ করা হয় নাই এবং ২২-১২-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ ৫৭ বৎসর পূর্তি পর্যন্ত তাহাকে পূর্ণ মজুরী প্রদান করা হয় এবং উক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১৯৯৫ ইং সনের জানুয়ারী পর্যন্ত এল,পি,আর, এর বিপরীতে ছুটির বেতন/মজুরী প্রদান করা হয়। তিনি তাহার আরজীতে আরও উল্লেখ করেন যে, সংস্থার অধীনে পিয়ন হিসাবে চাকুরীরত

অবস্থায় ১৯৭২ সনে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ পূর্বক তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং ইহার ফলে সংস্থার ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণ তাহার প্রতি সন্তোষ্ট হইয়া তাহাকে পিয়ন হইতে সহকারী হিসাবে পদোন্নতি প্রদান করেন। অতঃপর সংস্থার অধীনে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দপ্তরে সহকারী হিসাবে তাহার ঊর্ধতন সকল কর্মকর্তার সন্তুষ্টির সহিত চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। ২৩-১২-৯৪ ইং তারিখ অর্থাৎ তাহার এল,পি, আর, এ যাওয়ার সময় প্রতি মাসে মূল মজুরী ছিল ২৫৮০ টাকা এবং সর্বসাকুল্যে ৩,৮৯১ টাকা। এমতাবস্থায়, সংস্থার সচিব কর্তৃক ২৯-৬-৯৫ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর বরাবরে লিখিত এক পত্রে তাহাকে জানানো হয় যে, তাহার বয়স ৩১-১২-৯১ ইং তারিখে ৫৭ বৎসর পূর্তি হইয়াছে বিধায় সরকারী বিধি এবং বিসিক কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালায় ১৯৮৯ সনের আলোকে ৩০-১২-৯০ ইং তারিখ হইতে ২৯-৬-৯১ ইং তারিখ পর্যন্ত ৬ মাসের গড় বেতন এবং ৩০-৬-৯১ ইং তারিখ হইতে ২৯-১২-৯১ ইং তারিখ পর্যন্ত ৬ মাস অর্ধ গড় বেতনে তাহার ছুটি মঞ্জুর করা হয়। উক্ত ছুটি শেষে তিনি বিধি মোতাবেক ৩০-১২-৯১ ইং তারিখ হইতে বিসিক এর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন মর্মে উক্ত চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। উক্ত চিঠিতে বিসিকের চাকুরীতে যোগদানের সময় ঘোষিত বয়স পরিবর্তনের জন্য তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট জটিলতার কারণে তিনি বিধি বহির্ভূতভাবে ১-১-৯১ ইং তারিখ হইতে ২২-১২-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত চাকুরী করিয়াছেন। উক্ত চাকুরীকালীন সময়ে তাহাকে প্রদত্ত সমুদয় অর্থ, টাইম স্কেলের পাওনা, ভবিষ্যৎ তহবিল, গ্রাচুইটি এবং ছুটি নগদায়ন ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্য অর্থ হইতে কর্তন করিয়া রাখা হইবে—যদি কিনা তাহার প্রাপ্যের কর্তনযোগ্য অর্থ দ্বারা সমন্বয় না হয় এবং কর্পোরেশনের পাওনা নগদে পরিশোধ করা না হইলে তাহার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনের বিধি বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। সংস্থার ১ নম্বর প্রতিপক্ষ সচিব কর্তৃক কর্তন সংক্রান্ত উক্ত পত্র ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের বিধি বিধান বহির্ভূত। কারণ উক্ত আদেশ ইস্যুর পূর্বে তাহাকে কোন কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয় নাই বিধায় উক্ত চিঠি বাতিলযোগ্য।

দরখাস্তকারীর আরও মোকদ্দমা এই যে, ৬-৪-৯৪ ইং তারিখে সংস্থার উপ-মহাব্যবস্থাপক (কঃবঃ) ইস্যুকৃত প্রশাসনিক ইস্তেহার নম্বর ৫/৯৪ এর মাধ্যমে সংস্থার কর্মরত যাহারা ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বৎসরে অবসর পূর্ব প্রস্তুতি ছুটিতে যাইবেন তাহাদের একটি খসড়া তালিকা প্রস্তুত করা হয়। উক্ত তালিকায় যদি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম বাদ পড়িয়া থাকে বা কাহারো জন্ম তারিখ সম্পর্কিত তথ্যাদিতে ভুল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে তাহা হইলে নির্ভুল ভাবে চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়নের লক্ষে বাদ পড়া কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মেট্রিক পরীক্ষার সনদ পত্র অনুযায়ী বয়স নিশ্চিত হইয়া উল্লেখিত তালিকায় জন্ম তারিখ ভুল থাকিলে তাহা সংশোধনের নিমিত্ত সংস্থার সচিবালয়ে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। উক্ত তালিকায় দরখাস্তকারীর নাম ১৫ নম্বর ক্রমিকে উল্লেখিত আছে এবং তাহার জন্ম তারিখ ৩-১২-৩৭ ইং এবং এল,পি,আর, এ যাইবার তারিখ ১-১২-৯৪ দেখানো হইয়াছে। উক্ত প্রশাসনিক ইস্তেহারের পরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উপ-মহাব্যবস্থাপককে জ্ঞাত করান যে, তাহার জন্ম তারিখ ২৩-১২-৩৭ ইং (যাহা মেট্রিক পরীক্ষার সনদ অনুযায়ী) দরখাস্তকারী কর্তৃক উক্ত ভুল সংশোধনপূর্বক তাহার জন্ম তারিখ ৩-১২-৩৭ এর পরিবর্তে ২৩-১২-৩৭ করার আবেদন করা হয়। প্রতিপক্ষ সংস্থার রেকর্ড অনুযায়ী দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখ ছিল ৩-১২-৩৭ যাহা সংশোধনের জন্য তাহার মেট্রিক সার্টিফিকেট অনুযায়ী সংশোধিত হওয়ার কথা ২৩-১২-৩৭। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সংস্থার নিয়ম ও সারকলার অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্ম তারিখের সঠিকতা প্রমাণের জন্য শুধুমাত্র মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট আমলে আনা হয় এবং তাহা যথাসময়ে সংস্থার বরাবরে উহা দাখিল করিয়াছেন। এমতাবস্থায় তাহাকে কোন কারণ দর্শানো নোটিশ না দিয়া সংস্থা কর্তৃক অর্থ কর্তনের যে পত্র দেওয়া হইয়াছে

তাহা সম্পূর্ণ বে-আইনী ও বাতিলযোগ্য। তিনি দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী এবং প্রতিপক্ষ সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী তাহার প্রাপ্য— (ক) গ্রাচুইটি ৩৫ বৎসর ×২=৭০×২৫৮০=১,৮০,৬০০ টাকা, (খ) ভবিষ্যৎ তহবিল তাহার জমাকৃত টাকার দ্বিগুণ যাহা মুনাফাসহ ৯০,০০০ টাকা, (গ) ১ মাস বাদে বাকী ৩,৮৯১×৫=১৯,৪৫৫ টাকা অবসর প্রস্তুতি ছুটি বাবদ ৬ মাসের অর্ধ বেতন ১,৯৪৫×৬=১১,৬৭০ টাকার পাওনা অবিলম্বে পরিশোধ করার নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার নিমিত্ত এবং শেষোক্ত যাহাতে উপরোক্ত প্রাপ্ত অর্থ হইতে যাহাতে কোন অর্থ কর্তন করিতে না পারে তৎমর্মে প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার প্রার্থনায় এই মোকদ্দমাটি ২৩-৭-৯৫ ইং তারিখ দরখাস্তকারী কর্তৃক দায়ের করা হইয়াছে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প কর্পোরেশন এর পক্ষে ইহার চেয়ারম্যান কর্তৃক দাখিলী লিখিত আপত্তির ভিত্তিতে এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। উহাতে এইরূপ ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের ১৯৫৭ সালের ১৭ নং আইন দ্বারা ১ নম্বর প্রতিপক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট একটি বিধি বদ্ধ কর্পোরেশন এবং বিসিক কর্মচারী চাকরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিধায় মজুরী সংক্রান্ত আইন ইহার কর্মচারীদের উপর প্রযোজ্য নহে। ইহা ব্যতিরেকে বিসিকের নিজস্ব কোন কারখানা নাই, বা ইহা কোন পণ্য উৎপাদন করেন না এবং বিসিকের কোন শ্রমিক নাই। কাজেই ওয়েজ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত মজুরীর হার বিসিকের জন্য প্রযোজ্য নহে বিধায় দরখাস্তকারী কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারা মোতাবেক আনীত দরখাস্তটি আইনতঃ রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, দরখাস্তকারী ১-১০-৫৯ ইং তারিখ বিসিকের চাকুরীতে যোগদান করেন। উক্ত সময়ে বিসিকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সার্ভিস বহি সংরক্ষণ করার নিয়ম প্রচলিত ছিল না এবং উহার পরিবর্তে সার্ভিসশীটে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে বিসিকের সার্ভিস বহি প্রবর্তন করা হয় এবং সার্ভিস শীটের তথ্যাবলী সার্ভিস বহিতে পুনরায় লিপিবদ্ধ করা হয় হয়। উক্ত সার্ভিস শীটে দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধ করা হয় ১লা জানুয়ারী, ১৯৩৪ সাল। অতঃপর ১৯৭২ সালে দরখাস্তকারী এস. এস. সি পরীক্ষা দেওয়ার সময় অসৎ উদ্দেশ্যে বেপরোয়াভাবে তাহার বয়স কমাইয়া তাহার জন্ম তারিখ ২৩-১২-৩৭ করেন। যাহা তাহার আবেদন মোতাবেক এস। এস. সি পরীক্ষা পাসের প্রদত্ত সার্টিফিকেটে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পরবর্তীতে সার্ভিস বহিতে মোতাবেক লিপিবদ্ধ জন্ম তারিখ কাটা ছেঁড়া পাওয়ার প্রেক্ষিতে উহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় তাহার মূল সার্ভিস শীটে উল্লেখিত জন্ম তারিখ ১লা জানুয়ারী, ১৯৩৪ হিসাবে গণ্য করা হয়। দরখাস্তকারী ১৯৭২ সালের এস. এস. সি পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট অনুযায়ী তিনি ২৩-১২-৯৪ ইং তারিখে অবসর পূর্ব প্রস্তুতি-মূলক ছুটিতে যাওয়ার জন্য আবেদন পত্র দাখিল করিয়া ১-১-৯১ ইং তারিখ হইতে ২১-১২-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত বিধি বহির্ভূত ভাবে চাকরী করেন। বাংলাদেশ সার্ভিস রুল ধারা ৯ এ উল্লেখ আছে যে, "একজন চাকরী প্রার্থীকে চাকরীতে প্রবেশকালে তাহার বয়স কত এই বলিয়া ঘোষণা পত্র দিতে হইবে। পরবর্তীকালে উহা পরিবর্তন করা চলিবে না। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এর বিধি শাখা-৪ এর প্রজ্ঞাপন নং সম/বিধি-৪-পেনশন-৪(অংশ-১)/৮৭-২ তারিখ ২-১০-১৯৯৩ দেও যে কোন কর্মচারী এল পি. আর এর আবেদন করিলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ অসাবধানতা বশতঃ বা অন্য কোন প্রশাসনিক কারণে যথাসময়ে এল.পি.আর আদেশ জারী করিতে ব্যর্থ হইলে সেই ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে ভূতাপেক্ষভাবে এল পি আর আদেশ জারী করা যাইবে। উপরোক্ত অবস্থার আলোকে বিসিক কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিবেচনা পূর্বক ইহার স্মারক নং প্রশাসন/বাঃ নং ১৪৩(অংশ-২)/১৯৬২(৭৫), তারিখ ২৯-৬-৯৫ মোতাবেক দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রথম

চাকুরীতে যোগদানের সময় সার্ভিস শীটে লিপিবদ্ধকৃত জন্ম তারিখ ১-১-১৯৩৪ ধরিয়া তাহাকে ৩০-১২-৯০ ইং তারিখ হইতে অবসর পূর্ব প্রস্তুতিমূলক ছুটি মঞ্জুর করা হয়। ইহা ব্যতিরেকে বিসিক এর চাকুরীতে যোগদানের সময় ঘোষিত বয়স পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন সময়ে তাহার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট জটিলতার কারণে তিনি বিধি বহির্ভূতভাবে ১-১-৯১ ইং তারিখ হইতে ২২-১২-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত চাকুরীকালীন সময়ে তাহাকে দেয় অর্থ, অতিরিক্ত সময়ে টাইমস্কেল এর সুবিধাদিসহ তাহার পাওনা ভবিষ্যৎ তহবিল, গ্রাচুইটি এবং ছুটি নগদায়ন ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্য অর্থ কত ন করিয়া রাখা হইবে বলিয়া এবং প্রাপ্য অর্থের দ্বারা উক্ত কর্তনযোগ্য অর্থ সমন্বয় না হইলে কর্পোরেশনের পাওনা পরিশোধ করিতে হইবে মর্মে উক্ত পত্রে তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হয়। দরখাস্তকারী ১৯৭২ সনের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এর জন্য প্রচলিত নিয়মানুযায়ী তিনি এই ব্যাপারে বিসিক কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করেন নাই। ইহা ঢাকাস্থ একটি স্কুল হইতে নিয়মিত ছাত্র হিসাবে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে এস, এস, সি পরীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ইহা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক অতিরিক্ত বর্ণনার বক্তব্য মোতাবেক ৩১-১২-৯০ ইং তারিখ পর্যন্ত দরখাস্ত-কারীর বয়স সীমা ৫৭ বৎসর হওয়ায় তাহাকে ৩০-১২-৯১ ইং তারিখ হইতে অবসর দেওয়া হয় এবং উক্ত তারিখ পর্যন্ত তাহার সি,পি,এফ একাউন্টে ৭০,২২৬ টাকা জমা আছে। কিন্তু প্রথম পক্ষের প্রকৃত জন্ম তারিখ গোপন রাখিয়া ১-১-৯১- ইং তারিখ হইতে ২২-১২-৯৪ তারিখ পর্যন্ত বেআইনীভাবে চাকুরীতে পুনর্বহাল থাকায় ও বেতন ভাতাদি গ্রহণ করায় জানুয়ারী, ৯৫ পর্যন্ত তাহার সি,পি,এফ একাউন্টে ৮১,৯৫১ টাকা জমা আছে এবং উহা দরখাস্তকারী পাইতে হকদার নহে। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর নিকট সি,পি,এফ ফান্ডের ঋণ ও ইহার সুদ বাবদ ৩,৬৫৪ টাকা পাওনা রহিয়াছে। এমতাবস্থায় দরখাস্তকারীর দরখাস্ত খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয় :

(১) ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ এর ৪ নম্বর আইন দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না?

(২) দরখাস্তকারীর প্রাপ্য মজুরী হইতে অতিরিক্ত চাকুরীর জন্য কোন অর্থ কর্তন বা কোন অর্থ উহার সহিত সমন্বয় যোগ্য কি না?

(৩) দরখাস্তকারী তাহার দাবী মোতাবেক মজুরী পাইতে হকদার কি না?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ :

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি পর্যালোচনার জন্য একত্রে গৃহীত হইল।

ইহা স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারী দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানে ইং ১-১০-৫৯ তারিখে পিয়ন পদে নিয়োগ পত্র পাইয়া কাজে যোগদান করেন এবং ২২-১২-৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত একনাগারে চাকুরীতে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় ২৩-১২-৯৪ ইং তারিখ অবসর প্রস্তুতি পূর্ব ছুটিতে যাওয়ার জন্য ২৫-১০-৯৪ ইং তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সচিব বরাবরে একটি আবেদন করেন। প্রশর্দনী-১ হইতেছে তাহার নিয়োগ পত্র, এবং প্রদর্শনী-৫ মূলে তৎকর্তৃক অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে গমন করার নিমিত্ত প্রেরিত দরখাস্ত যাহা প্রদর্শনী-৬ মূলে ৩১-১০-৯৪

ইং তারিখে দ্বিতীয় পক্ষ বা প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের সচিব বরাবরে প্রেরিত হইয়াছে। দরখাস্তকারী বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের একজন কর্মচারী বিধায় এবং তাহার চাকুরী বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের ১৯৫৭ সালের ১৭ নম্বর আইন দ্বারা সৃষ্ট একটি বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন এবং ১৯৮৯ সালের বিসিক কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিধায় ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের বিধানাবলী তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে কি না? এই প্রশ্নে ইহা উল্লেখ্য যে দরখাস্তকারী ১৯৫৭ সালের ইপি এ্যাক্ট ১৭ এর ৪২(এ) ধারা মোতাবেক দণ্ড আইনের ২১ ধারার আওতায় একজন গণ কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইতে পারে। তবে তিনি যে গণ কর্মচারী এই মর্মে সুস্পষ্টভাবে কোন কিছু উল্লেখ নাই। ১৯৮০ সালের প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল আইন (১৯৮১ সনের ৮ নং আইন) এর ২(এএ) ধারার উদ্ধৃতি মোতাবেক উহার তফসিলে যে সকল বিধিবদ্ধ সংস্থার ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ধারা প্রযোজ্য হইবে বলিয়া উল্লেখিত রহিয়াছে তাহার মধ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের নাম অন্তরভুক্ত দেখা যাইতেছে না।

অপরদিকে ১৯৮৯ সনের বিসিক কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালার বিধানাবলী শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে বা অবসর গ্রহণ ও অন্যান্য সুবিধাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইলেও উক্ত বিধি বিধান দ্বারা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের বিধানাবলী যে দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে এই মর্মে কোন সুনির্দিষ্ট বিধি নিষেধ প্রতীয়মান হইতেছে না। অপরদিকে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের (১৯৩৬ সনের ৪ নং আইন) ১(৬) এ ধারার বিধান মোতাবেক এবং উক্ত আইনের ২(II)(চ) এ ধারায় বর্ণিত আইনের বিধানের আলোকে যেহেতু প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানে ব্যবসা উন্নয়নমূলক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যবহার, পরিবহন, বা বিক্রির উদ্দেশ্যে তৈরী দ্রব্য বা উৎপন্ন দ্রব্যতে নিযুক্ত ব্যক্তি যিনি ব্যবস্থাপনা বা তদারকি কাজে নিযুক্ত নহে বিধায় দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য মর্মে অত্র আদালত আলোচ্য পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

দরখাস্তকারী কর্তৃক তাহার দাবীকৃত আনুতোষিকের অর্থ এবং উহা হইতে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১-১-৯১ ইং তারিখ হইতে ২২-১২-৯৪ তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়কালের প্রদেয় অর্থ কর্তনের আদেশের প্রেক্ষিতে এখন প্রশ্ন দেখা দিয়াছে যে, চাকুরীতে প্রবেশকালে দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখ কত ছিল ১-১-১৯৩৪ না ২৩-১২-১৯৩৭। দরখাস্তকারীর বক্তব্য অনুযায়ী তাহার জন্ম তারিখ এস, এস, সি সার্টিফিকেট মূলে ২৩-১২-৩৭ এবং তৎসমর্থনে তিনি পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং এস, এস, সি সার্টিফিকেট, প্রদর্শনী-২ দাখিল করিয়াছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ডি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন ডেপুটি ম্যানেজার জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার ভূইয়া। তিনি লিখিত আপত্তির সমর্থনে সাক্ষী দিয়াছেন এবং এই প্রসংগে তাহার দাখিলী কাগজপত্র, ১৬-৩-৬৪ ইং তারিখে প্রস্তুতকৃত সার্ভিস শীট, প্রদর্শনী-খ মোতাবেক দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখ ১লা জানুয়ারী, ১৯৩৪। অপরদিকে ১৭-১০-৬৬ ইং তারিখে প্রস্তুতকৃত দরখাস্তকারীর চাকুরীর খতিয়ান বহিতে তাহার জন্ম তারিখের স্থলে ৬-৮-৩৪ তারিখ এ অভার রাইটিং দেখা যায়। ২৩-১২-৪৭ তারিখ কাটাকাটি রহিয়াছে এবং ১০-১-৩৪ তারিখ সংশোধিত বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে যাহা জনৈক ব্যক্তির দ্বারা স্বাক্ষর দ্বারা সত্যায়িত করা হইয়াছে ৩০-৩-৪৩ ইং তারিখ যাহা সার্ভিস বহি প্রদর্শনী-গ, হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। উক্ত সার্ভিস বহি খোলা হইয়াছে ১৭-১০-৬৬ ইং তারিখে। উক্ত তারিখে দরখাস্তকারী আবদুল মোতালিব এর স্বাক্ষর ও টিপ দেখা যাইতেছে যাহা ডি, ডব্লিউ-১ কর্তৃক প্রদর্শনী-গ(১) এবং প্রদর্শনীগ(২) হিসাবে সনাক্তকৃত হইয়াছে। দরখাস্তকারী জেরার স্বাক্ষ্যের মাধ্যমে তাহার এই টিপ অস্বীকৃত অস্বীকার করা হয় নাই।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে লক্ষণীয় বিষয় যে সার্ভিস শীট, প্রদর্শনী-খতে দরখাস্তকারীর কোন স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয় নাই। ১-১০-৫৯ ইং তারিখে তাহার দেয় চাকুরী প্রাপ্তির দরখাস্ত প্রদর্শনী-ক তেও তাহার জন্ম তারিখের বা বয়সের উল্লেখ নাই। বাংলাদেশ সার্ভিস রুল এর প্রথম খণ্ডের ৯ বিধিতে উল্লেখ রহিয়াছে যে একজন গণ কর্মচারীর ঘোষিত জন্ম তারিখ বা বয়স পরবর্তীতে পরিবর্তন করা যায় না। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষ যে দরখাস্তকারীর নিকট হইতে তাহার জন্ম তারিখ বা বয়স সম্পর্কে ঘোষণা গ্রহণ করিয়াছিলেন এমন কোন কাগজাদি অত্র আদালত সম্মুখে উপস্থাপিত হয় নাই। চাকুরীর খতিয়ান, প্রদর্শনী-গ মোতাবেক ২৩-১২-৪৭ এস, এস, সি সার্টিফিকেট অনুসারে উল্লেখ থাকিলেও উহাতে কাটা ঘষা মাজা দেখা যায় এবং দরখাস্তকারীর নামীয় মূল মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার সার্টিফিকেট, প্রদর্শনী-২ মোতাবেক দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখ তেইশে ডিসেম্বর ১৯৩৭। যে ক্ষেত্রে একজন সরকারী কর্মচারীর জন্ম তারিখ নিয়া কোন বির্তক দেখা দেয় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কর্তৃক বয়স সম্পর্কে দেয় কোন ঘোষণা পত্র না থাকিলে মেট্রিক সার্টিফিকেট বা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট দ্বারা পরিদৃষ্টা বা উল্লেখিত বয়স সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর জন্ম তারিখ হিসাবে নির্ধারিত হওয়া আবশ্যকতা রহিয়াছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে দরখাস্তকারীর মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট আদালত সম্মুখে উপস্থাপিত হওয়ায় এবং উহার ভিত্তিতে আলোচ্য পরিস্থিতিতে আমি দরখাস্তকারীর জন্ম তাখির ইং ২৩-১২-৩৭ বলিয়া নির্ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে ১৪-১১-৭৪ ইং তারিখের অফিস আদেশ, প্রদর্শনী-৩ মূলে দরখাস্তকারীকে জুনিয়র সহকারী হিসাবে পদোন্নতি দেওয়া হয়। দরখাস্তকারী যদি মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না থাকিতেন তাহলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে কিভাবে ১৯৭৪ সনে পদোন্নতি দেন। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে কর্তৃপক্ষের মৌণ সম্মতিতেই দরখাস্তকারী পড়াশুনা করেন এবং মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কাজেই, দরখাস্তকারীর অনুমতি সম্বলিত আপত্তিটি সাক্ষ্য আইনের ১১৪ ধারার বিধান অনুযায়ী বারিত। আলোচ্য পরিস্থিতিতে সর্বদিক বিবেচনাক্রমে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে দরখাস্তকারী মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার সার্টিফিকেট, প্রদর্শনী-২ অনুযায়ী দরখাস্তকারীর জন্ম তারিখ ইং ২৩-১২-৩৭। কাজেই, দরখাস্তকারীর অবসর গ্রহণের তারিখ দাঁড়ায় ২২-১২-৯৪ ইং। সুতরাং প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য মোতাবেক দরখাস্তকারী কোন অতিরিক্ত চাকুরী করেন নাই এবং তাহার বেতন ভাতাদি প্রদর্শনী-৮ মূলে অতিরিক্ত অর্থ কর্তন করার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে আলোচ্য পরিস্থিতিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, দরখাস্তকারী বিধি মোতাবেক অবসরজনিত তাহার সকল প্রাপ্যাদি পাইতে হকদার রহিয়াছে। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ হইল যে—মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে নিঃখরচায় মঞ্জুর হইল। দরখাস্তকারীকে অবসরজনিত সকল প্রাপ্যাদি অদ্য হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে হিসাব-নিকাস অন্তে পরিশোধের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল। অনাথায় তিনি আইনানুগ পন্হায় তাহার সকল প্রাপ্যাদি আদায় করিতে পারিবেন।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৭/৯৫

মোসাম্মৎ সামসুন নাহার,
স্বামী মরহুম আনোয়ারুল হক,
কার্ড নং ৪১১৫৯,
প্রাক্তন প্রথম শ্রেণীর মাষ্টার,
কুতুবুদ্দিন মজুমদার বাড়ী,
গ্রাম মুছাপুর,
ডাকঘর আলী মিয়ার বাজার,
থানা সন্দ্বীপ, জেলা চট্টগ্রাম—দরখাস্তকারীনি।

বনাম

(১) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন,
পক্ষে—ইহার চেয়ারম্যান।

(২) মহা-ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য),
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন,
সর্ব সাকিন ঃ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন,
৫নং, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
থানা মতিঝিল, ঢাকা—প্রতিপক্ষগণ।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায়ের তারিখ ঃ ১০-৩-৯৭।

রায়

ইহা ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারার অধীনে আনীত একটি দরখাস্ত।

সংক্ষিপ্তাকারে দরখাস্তকারীনি মোসাম্মৎ সামসুন নাহার এর মোকদ্দমা এই যে, তাহার স্বামী মরহুম আনোয়ারুল হক, নং ৪১১৫৯, প্রাক্তন প্রথম শ্রেণীর মাষ্টার বিগত ২-১০-৭২ ইং তারিখে প্রতিপক্ষগণের সংস্থায় চাকুরীতে যোগদান করেন। তিনি তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সততা ও দক্ষতার সহিত পালন করিয়া আসিতেছিলেন। তাহার মাসিক মূল মজুরী ছিল ৪৩২০ টাকা। চাকুরীরত থাকা অবস্থায় তিনি ১০-৬-৮৩ ইং তারিখে অথোরাইজ করিয়া তাহাকে দিয়া যান এবং তৎমোতাবেক প্রতিপক্ষগণের দপ্তর হইতে তাহার মৃত স্বামীর যাবতীয় প্রাপ্য গ্রহণের অধিকারী। দরখাস্তকারীনির স্বামী ১৫-২-৯২ ইং তারিখ হইতে ৫ দিনের নৈমিত্তিক ছুটিতে দেশের বাড়ী আসিয়া ১৮-২-৯২ ইং তারিখে মৃত্যু বরণ করেন। তাহার স্বামী প্রতি-পক্ষগণের বরাবরে প্রায় ১৯ বৎসর চাকুরী করিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। তাহার স্বামীর নিকট দ্বিতীয় পক্ষগণের কোন টাকা পাওনা নাই। তাহারা ১৯-১০-৯২ ইং তারিখের পত্র মূলে তাহার স্বামীর নামে আনুতোষিক বাবদ প্রাপ্য ১,৬৪,১৬০.০০ টাকা প্রাপ্য দেখানো হয়। ২৩-৯-৯৩ ইং তারিখের অপর একটি পত্র মূল্যে তাহার স্বামীর প্রাপ্য আনুতোষিক হইতে

অন্যায় ও আইন বহির্ভূত পন্থায় মাল ঘাটতির অভিযোগ দায় করিয়া ৭২,৬১৫·৪৩ টাকা কর্তন দেখাইয়া অপর একটি পত্র তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর ইস্যু করা হয় এবং উক্তরূপ টাকা কর্তন আইনসম্মত নহে। উক্ত কর্তনের বিরুদ্ধে কোন মালামাল ঘাটতির অভিযোগ আনয়ন না করিয়া এইরূপ কর্তন আইন বিরুদ্ধ। তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর বা পূর্বে তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় মামলাও বিচারাধীন ছিল না। এমতাবস্থায়, দরখাস্তকারীনি অন্যায় ও অবৈধ কর্তনের বিরুদ্ধে ১৫-১০-৯৪ ইং তারিখে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে, প্রতিপক্ষগণের বরাবরে একটি লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষগণ এই প্রসংগে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তিনি ৭২,৬১৫·৪৩ টাকা তাহাকে পরিশোধ করিবার নিমিত্ত প্রতিপক্ষগণকে নির্দেশ দানের আবেদনে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষের বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন এর পক্ষে উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক জবাব দাখিলের মাধ্যমে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। জবাবে দরখাস্তকারীনির বক্তব্য অস্বীকার করা হইয়াছে এবং কিছু বক্তব্যের রেকর্ড সম্বন্ধীয় মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি এর একটি নিজস্ব প্রবিধানমালা ও সার্কুলার আছে। সার্কুলার মোতাবেক প্রতিটি ঘাটতিজনিত কেস ১৫,০০০ টাকার উর্ধ্বে হইলে তদন্ত হয় এবং ইহার নিম্নে হইলে তদন্তে বাধ্যতামূলক নহে। কর্তৃপক্ষের উক্ত সিদ্ধান্ত ক্রমে বাণিজ্যিক বিভাগ হইতে ডেবিট নোট ইস্যু করিয়া ঘাটতি মালের আনুপাতিক হিস্যা সংশ্লিষ্ট সকল নাবিকদের নিকট হইতে কর্পোরেশন আদায় করিয়া থাকেন। দরখাস্তকারীনির স্বামী চাকুরীতে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে মোট ২৫টি তৈল সংক্রান্ত ঘাটতি দাবী কেসের সহিত জড়িত ছিলেন। তাহার স্বামী ও তাহার স্বামীর সহকর্মীরা জাহাজে কর্মরত থাকা অবস্থায় মোট ৪,৫৪,৫৫৮·৫২ টাকার পেট্রোলিয়াম পদার্থ ঘাটতি দেন। তাহার আনুপাতিক হিস্যা ৭২,৬১৫·৪৩ টাকা। তাহার স্বামী ও তাহার স্বামীর সহকর্মীরা ঘাটতির দাবীর সহিত জড়িত থাকায় নিরপেক্ষ তদন্ত ও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তাহার স্বামী ও তাহার স্বামীর সহকর্মীরা ঘাটতির সহিত জড়িত ও দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তাহার স্বামীর আনুতোষিক হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক ৭২,৬১৫·৪৩ টাকা কর্তনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহার স্বামী চাকুরীতে নিয়োজিত থাকাকালে তাহাকে শো-কজ, চার্জসীট প্রদান করা হয় এবং তিনি উহার জবাবও প্রদান করেন। তদন্তে তিনি ও তাহার সহকর্মীরা দোষী প্রমাণিত হয়। তাহার স্বামীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়। কাজেই, তাহার স্বামীর আনুতোষিক হইতে যথাযথভাবে ৭২,৬১৫·৪৩ টাকা কর্তন করা হইয়াছে বিধায় দরখাস্তকারীনি এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহে।

বিচার্য বিষয় :

(১) দরখাস্তকারীনির স্বামীর আনুতোষিক হইতে ৭২,৬১৫·৪৩ টাকা কর্তন করা আইনানুগ হইয়াছে কি না?

(২) দরখাস্তকারীনি অত্র মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে হকদার কি না?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিচার্য বিষয় নম্বর ১ ও ২ ঃ

সংক্ষিপ্তকরণ ও পর্যালোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি আলোচনার নিমিত্ত একত্রে গৃহীত হইল। ইহা স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারীনির স্বামী মরহুম আনোয়ারুল হক দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণীর মাষ্টার হিসাবে আমৃত্যু কর্মরত ছিলেন এবং তিনি ১৮-২-৯২ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। চাকুরীর খতিয়ান বহি প্রদর্শনী-১ দ্বারা ইহা সমর্থিত। আনুতোষিক ফরম তারিখ ১৯-১০-৯২ মোতাবেক তাহার আনুতোষিকের পরিমাণ ১,৬৪,১৬০ টাকা ইহা দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত। উক্ত আনুতোষিক হইতে তৈল ঘাটতি বাবদ ৭২,৬১৫·৪৩ টাকা দ্বিতীয় পক্ষের ২৩-৯-৯৩ ইং তারিখের ডেবিট নোট সংক্রান্ত পত্র, প্রদর্শনী-৪ এর প্রেক্ষিতে অত্র মোকদ্দমার উদ্ভব হইয়াছে। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা মতে আনুতোষিক হইতে ৭২,৬১৫·৪৩ টাকা কর্তন করার কোন আইনানুগ ভিত্তি নাই এবং এই দাবীর সমর্থনে দরখাস্তকারীনি পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছে।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, দরখাস্তকারীনির স্বামী ও তাহার স্বামীর সহকর্মীরা জাহাজে কর্মরত থাকা অবস্থায় মোট ৪,৫৪,৫৫৮·৫২ টাকার পেট্রোলিয়াম পদার্থ ঘাটতির দাবীর প্রেক্ষিতে তাহার স্বামী জড়িত থাকায় নিরপেক্ষ তদন্ত ও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তাহার স্বামী দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তাহার স্বামীর আনুতোষিক হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক ৭২,৬১৫·৪৩ টাকা কর্তনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি এর সার্কুলার মোতাবেক প্রতিটি ঘাটতিজনিত কেস ১৫,০০০ টাকার উর্ধে হইলে তদন্ত হয় এবং ইহার নিম্নে হইলে তদন্ত বাধ্যতামূলক নহে। তাহার স্বামী চাকুরীতে নিয়োজিত থাকাকালে তাহাকে শো-কজ, চার্জসীট প্রদান করা হয় এবং তিনি উহার জবাবও প্রদান করেন। দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমার সমর্থনে বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি এর নারায়ণগঞ্জস্থ অফিসের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার হিসাবে পারসোনাল বিভাগের মোঃ নাসির উদ্দিন ভূইয়া এবং বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি এর প্রধান কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার, জীবন চন্দ্র সাহা যথাক্রমে—ডি, ডব্লিউ-১, ও ডি, ডব্লিউ-২ হিসাবে স্বাক্ষ্য দিয়াছেন।

ঘাটতি প্রসংগে ডি, ডব্লিউ-১ এর জেরা স্বাক্ষ্যে বক্তব্য এই যে, দরখাস্তকারীনির স্বামীর বিরুদ্ধে ২৫টি ঘাটতি কেস প্রসংগে, তাহার ব্যক্তিগত ধারণা নাই। এবং তিনি আরও বলেন যে, বাণিজ্যিক বিভাগ ঘাটতি সম্পর্কিত কাগজাদি দেখাইতে পারিবেন। ডি, ডব্লিউ-২ তাহার জবানবন্দীর স্বাক্ষ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি এই মামলা সম্পর্কে অবহিত আছেন। প্রদর্শনী-ক অর্থাৎ বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি এর সার্কুলার মোতাবেক দরখাস্তকারীনির স্বামী ২৫টি ঘাটতির সহিত জড়িত থাকায় তাহার আনুতোষিক হইতে ৭২,৬১৫·৪৩ টাকা কর্তন করা হয়। ২৫টি ঘাটতির মধ্যে ২৩টি ঘাটতির যাবতীয় কাগজপত্র ফিরিস্তি মোতাবেক সর্বমোট ১৬৩ পৃষ্ঠা দাখিল করা হয় যাহা প্রদর্শনী-খ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। বাকী দুইটি ঘাটতির কেস প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে। প্রদর্শনী-খ সিরিজ মোতাবেক দরখাস্তকারীনির স্বামীর বিরুদ্ধে শো-কজ, ডেবিট নোট জারী ইত্যাদির মাধ্যমে কর্তন করা হয়। ডি, ডব্লিউ-২ এর জেরার স্বাক্ষ্যে তিনি ব্যক্ত করেন যে, ২৩টি শো-কজ যে দরখাস্তকারীনির স্বামীর নিকট জারী হইয়াছিল ইহা

প্রমাণ করিবার জন্য কোন কাগজ পত্রাদি নাই। তিনি আরও বলেন যে, দরখাস্তকারীনির স্বামীর বিরুদ্ধে যে দুইটি ঘাটতি মোকদ্দমার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে উহার সমর্থনে কোন কাগজাদি তিনি দাখিল করেন নাই।

আমরা প্রদর্শনী-খ সিরিজ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উক্ত প্রদর্শনী-খ সিরিজ হইতে রক্ষিত কোন কাগজাদি হইতে ইহা প্রতীয়মান হইতেছে না যে, দরখাস্তকারীনির স্বামীর উপর কথিত তৈল ঘাটতি সম্পর্কিত কৈফিয়ত তলব বা অভিযোগনামা জারী হইয়াছিল বা তিনি উহার জবাব দিয়াছিলেন। প্রদর্শনী-খ সিরিজ ইহাও প্রমাণ করেন না যে, পরিবহন জনিত কথিত তৈল ঘাটতি সম্পর্কে নিয়ম মাফিক কোন নিরপেক্ষ তদন্ত হইয়াছিল।

অপরদিকে প্রদর্শনী-কতে উল্লেখিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ইহা উল্লেখিত হইয়াছে যে, ১৫,০০০ টাকার ঘাটতির দাবী বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জল পরিবহনের ক্রো হইতে ডেবিট নোটের মাধ্যমে আদায়যোগ্য হইবে এবং উহার উর্ধ্বের দাবীর ক্ষেত্রে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত পারসোনাল বিভাগ কর্তৃক প্রেরিতব্য হইবে মর্মে উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্তে এইরূপ কোন উল্লেখ নাই যে, ঘাটতিতে জড়িত ব্যক্তিদের প্রতি কোন শো-কজ বা কৈফিয়ত তলব করা যাইবে না।

প্রসংগতঃ ইহা উল্লেখ্য যে, ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ১০(১) ধারায় ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে যে বিধান রাখা হইয়াছে তাহা নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা যায় যে, ৭ ধারার (২) উপ-ধারার (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন কর্তনের ক্ষেত্রে চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তির অবহেলা বা ত্রুটির দরুন মালিকের ক্ষতির পরিমাণের চেয়ে বেশী হইতে পারিবে না বা নিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ কর্তনের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ না দিয়া অনুরূপ কর্তনের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি ভিন্ন অন্যভাবে করা যাইবে না।

আলোচ্য ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত বিধান প্রতিপালিত হয় নাই মর্মে পরিলক্ষিত হইল। কাজেই, দরখাস্তকারীনির স্বামীর অনুতোষিক হইতে যে কর্তন করা হইয়াছে তাহা আইনানুগ ভিত্তিতে না থাকায় দরখাস্তকারীনি উহা ফেরত পাইতে হকদার। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—অত্র মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে বিনাখরচায় মঞ্জুর করা হইল। দরখাস্তকারীনিকে কর্তনকৃত ৭২,৬১৫.৪৩ টাকা অদ্য হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ফেরত দেওয়ার নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা গেল। অন্যথায় তিনি আইনানুযায়ী পন্থায় উক্ত অর্থ আদায় করিতে পাইবেক।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরন করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক

চেয়ারম্যান,

দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ৪২/১৯৯৪

মোঃ আবদুল বাকের,
গোডাউন কিপার,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
ইব্রাহিম ম্যানশন,
১১ নং, পুরানা পল্টন,
ঢাকা—**প্রথম পক্ষ।**

বনাম

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
৩৪, দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা।

(২) সহকারী মহাব্যবস্থাপক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
১১ নং, পুরানা পল্টন,
ঢাকা—**দ্বিতীয় পক্ষগণ।**

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, (জেলা দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আবদুর রব , (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব মোঃ মহিউদ্দিন, (শ্রমিক পক্ষ),সদস্য।

রায়ের তারিখ ঃ ৮-৩-৯৭।

রায়

প্রথম পক্ষ মোঃ আবদুল বাকের, গোডাউন কিপার, রূপালী ব্যাংক লিঃ কর্তৃক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান এর আওতায় তাহাকে ১৭-৪-৮৮ ইং তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষগণকে নির্দেশের আবেদনে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তাকারে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, ১৭-৪-৮৮ ইং তারিখ হইতে তিনি ২য় পক্ষের অধীনে গুদাম রক্ষক হিসাবে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন এবং তাহার মাসিক মজুরী সর্বসাকুল্যে ২৫৪৬ টাকা ও ১৬ টাকা হারে দুপুরের খাওয়া বাবদ পাইয়া আসিতেছেন। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক এবং তাহার চাকুরীর খতিয়ান খুবই সন্তোষজনক। ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন এর ৪ ধারার বিধান মোতাবেক কোন শ্রমিক একাধারে তিন মাস কাজ করিলে তিনি স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য হইবেন এবং স্থায়ী শ্রমিকের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহাকে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় ক্যাজুয়াল ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, বাৎসরিক ছুটি, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, বোনাস ইত্যাদি এবং তাহার বেতন ও অন্যান্য প্রাপ্য অন্যান্য স্থায়ী শ্রমিকদের ন্যায় সরাসরি তাহার নামের হিসাবে জমা করা হয়। কিন্তু তাহাকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুযোগ প্রদান করা হয় নাই এবং পদোন্নতির জন্য তাহাকে বিবেচনা করা হয় নাই। তিনি পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হইলে এত দিনে ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি পাইতেন। তিনি দ্বিতীয় পক্ষগণের নিকট তাহাকে

স্থায়ী শ্রমিকের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার জন্য বার বার অনুরোধ করেন। কিন্তু কোন প্রতিকার প্রাপ্ত হন নাই। কাজেই, তিনি এই মোকদ্দমা দায়ের করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক লিখিত জবাব দাখিলক্রমে এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। লিখিত জবাবে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে বক্তব্য রাখা হইয়াছে। অত্র মোকদ্দমাটি বর্তমানে আকারে ও প্রকারে ও কারণাভাবে অচল এবং তামাদিতে বারিত। প্রথম পক্ষ চাকুরীতে না থাকায় তাহার এই মোকদ্দমা দায়ের করিবার কোন বোকাস-ষ্ট্যান্ডি নাই।

তাহাদের সুনির্দিষ্ট মোকদ্দমা সংক্ষিপ্তাকারে এই যে, প্রথম পক্ষ গুদাম রক্ষক হিসাবে খাতকের গুদামে কাজ করিয়া আসিতেছেন এবং ব্যাংকের সহিত চুক্তি অনুসারে তৎকর্তৃক ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ মালামালের দেখাশুনার জন্য প্রথম পক্ষের বেতন ভাতাদি বহন করা হইয়া থাকে। প্রথম পক্ষকে ব্যাংক কখনো নিজস্ব তহবিল হইতে বেতন ভাতাদি প্রদান করেন নাই এবং ব্যাংকের নিজস্ব যে গোডাউনে আছে সেই গোডাউনের জন্য শুধু বাজেটে অর্থ বরাদ্দ থাকে। প্রথম পক্ষকে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে খাতকের প্রকল্পে কাজ করিয়া থাকেন এবং তিনি কখনো পে-রুলের অন্তর্ভুক্ত নহেন। সুতরাং তাহাকে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় সকল সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য নহে। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মচারী নহেন। ঋণ গ্রহীতার হিসাব বন্ধের সংগে সংগেই তাহার চাকুরীর অধিকার বিলিন হইয়া যায়। ব্যাংকের স্থায়ী গোডাউন কিপারের পদ শুধুমাত্র মৃত্যু, অবসরজনিত কারণে শূন্য হয় এবং ঐ সকল পদ পূরণে যাহারা অস্থায়ীভাবে গুদাম রক্ষক হিসাবে কর্মরত থাকেন তাহাদের দ্বারা উহা পূরণ হইয়া থাকেন এবং এই প্রকারেই অস্থায়ী গুদাম রক্ষকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয় ঃ

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি না?

(২) মোকদ্দমাটি তামাদি আইনে বারিত কি না,

(৩) প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য হইবেন কি না?

(৪) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কি কি প্রতিকার পাইতে পারেন?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩ ও ৪ ঃ

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে গৃহীত হইল। প্রথম পক্ষ পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে তাহার মোকদ্দমার সমর্থনে স্বাক্ষ্য দিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহাকে জেরা করা হইয়াছে। তাহার দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে ১৭-৪-৮৮ ইং তারিখের নিয়োগ পত্র, প্রদর্শনী-১, ৩১-১২-৯৪ ইং তারিখে চাকুরী হইতে অব্যাহতি পত্র, প্রদর্শনী-২, ১০-১-৯৫ ইং তারিখে অনুযোগ পত্র, প্রদর্শনী-৩, ২৬-১১-৯৫ ইং তারিখে চাকুরীতে পুনর্বহাল সংক্রান্ত পত্র, প্রদর্শনী-৪, ২৬-১১ ৯৫ ইং তারিখে ঢাকাস্থ দ্বিতীয় শ্রম আদালতে দায়েরকৃত অভিযোগ মোকদ্দমা নম্বর ১৯/৯৫ প্রত্যাহার প্রসংগে তাহার দেয় অংগীকার নামা, প্রদর্শনী ৫, প্রথম পক্ষ কর্তৃক ২১-১১-৯৫ ইং তারিখে মামলা উঠাইয়া নিয়া দ্বিতীয় পক্ষ বরাবরে গোডাউন

কিপার হিসাবে পুনর্বহাল সংক্রান্ত পত্র, প্রদর্শনী-৬ এবং রূপালী ব্যাংক লিঃ, ইব্রাহিম ম্যানশন শাখাতে তাহার নামীয় সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর ৪২৪৮ এর চেক বহির প্রথম পৃষ্ঠা ৩০-১-৯৪ ইং ও ৩-১-৯৫ ইং তারিখে ব্যবহৃত চেকের মুড়িসহ অপর চেকের মুড়ি, প্রদর্শনী-৭ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

অপরদিকে জনাব মোঃ আবুল কাসেম ডি, ডব্লিউ-১ দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক বা ব্যাংক কর্তৃক দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে প্রদর্শনী-ক, খ, গ, ঘ ও ঙ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। আলোচনার প্রারম্ভেই ইহা স্থির যোগ্য হওয়া দরকার যে, প্রথম পক্ষ মামলা দায়েরকালে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে শ্রমিক ছিলেন কি না এবং বর্তমানেও শ্রমিক আছেন কি না? প্রদর্শনী-ক হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ কর্তৃক ৫-৩-৮৮ ইং তারিখে গোডাউন কিপার পদের জন্য আবেদন করা হইলে প্রদর্শনী-খ মূলে ১৭-৪-৮৮ ইং তারিখে তাহাকে ১২৬৫ সর্বসাকুল্যে মাসিক বেতনে ঢাকাস্থ ১৪২, হাজারীবাগ টেনারী এলাকায় অবস্থিত মেসার্স ইমপেরিয়াল লেদার কমপ্লেক্স লিঃ গোডাউন কিপার হিসাবে ২ নং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নিয়োগ পত্র প্রদান করা হয়। প্রদর্শনী-২ বা ঘ মোতাবেক তাহাকে চাকুরী হইতে ৩১-১২-৯৪ ইং তারিখে অব্যাহতি প্রদান করা হয়।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, প্রথম পক্ষ কর্তৃক ২৭-১২-৯৪ ইং তারিখে তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিক এর সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত দ্বিতীয় পক্ষের প্রতি নির্দেশ এর প্রার্থনায় অত্র আদালতে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। অপরদিকে প্রদর্শনী-ঙ বা প্রদর্শনী-৪ মতে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে ২৬-১১-৯৫ ইং তারিখের পত্রে ইম্পারিয়াল লেদার কমপ্লেক্স এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এফ, কে লেদার কমপ্লেক্স এ গুদাম রক্ষক হিসাবে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয় এবং তাহার নামীয় ৩১-১২-৯৪ ইং তারিখের অব্যাহতি পত্র বাতিল বলিয়া গণ্য করা হয়। এই সকল কাগজাদি বিবেচনাক্রমে দেখা যায় যে, যখন প্রথম পক্ষ কর্তৃক মোকদ্দমাটি দায়ের করা হয় তখন তিনি চাকুরীরত ছিলেন। ইহা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাকুরী হইতে অব্যাহতি প্রদান প্রসংগে তাহাকে দেয় পত্র বাতিল বলিয়া গণ্য করায় প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে কর্মরত বর্তমান কাল পর্যন্ত রহিয়াছেন বলিয়া বিবেচনা গণ্য হইবেন। স্বীকৃতমতে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে শুধু নিয়োগ পত্রই নহে, তাহার মাসিক বেতন ভাতা, বোনাস ইত্যাদি ব্যাংকের নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ন্যায় সঞ্চয়ী হিসাবে অর্থাৎ প্রদর্শনী-৭ এর মাধ্যমে প্রদান করা হইয়া থাকে।

ডি, ডব্লিউ-১ এর জেরায় ইহাও স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষের ছুটি, বেতন, বোনাস ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া হয় এবং তাহার চাকুরীগত জবাবদিহীতা করিতে হয় দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষের নিকট। এই সকল বিষয়াদি বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃপক্ষই হইতেছে— প্রথম পক্ষের নিয়োগকারী এবং তাহাদের তত্ত্বাবধানেই প্রথম পক্ষ তাহার দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন। কাজেই, ইহা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক এবং খাতকের অধীনস্থ কোন শ্রমিক নহেন। এই প্রসংগে ৪৬ ডি, এল, আর (১৯৯৪), এর ১৪৩ পৃষ্ঠাতে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, রূপালী ব্যাংক লিঃ এবং অন্যান্য-বনাম-চেয়ারম্যান, প্রথম শ্রম আদালত মোকদ্দমাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হইল:

ইহা ব্যতিরেকে উপরে বর্ণিত সাক্ষ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে আমি আরও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে অদ্যাবধি দ্বিতীয় পক্ষের

অধীনে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে একটানা কর্মরত রহিয়াছেন। কাজেই, তিনি নিয়োগদানের তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দাবী করিতে পারেন যতক্ষণ না পর্যন্ত তাহার দাবী দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক মিটানো না হয় এবং এতদক্ষেত্রে তামাদি আইনের ২৩ ধারার বিধান অনুসরণে তাহার দাবীর কারণ বিদ্যমান থাকিবে বা চলিতে থাকিবে। কাজেই সাধারণ তামাদি আইনের দৃষ্টিতে ও মোকদ্দমাটি অচল নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

উপরে বর্ণিত স্বাক্ষ্য প্রমাণাদি এবং কাগজাদির ভিত্তিতে ইহা প্রকাশ পাইতেছে যে, দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংকের নিজস্ব গোডাউনের নিমিত্ত তাহাদের নিজস্ব বাজেটের আওতায় গোডাউন কিপার এর পদ রহিয়াছে যাহা মৃত্যু, অবসরজনিত কারণে শূন্য হইলে দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী লিখিত জবাবের ১৬ অনুচ্ছেদের শেষাংশের বক্তব্য মোতাবেক অস্থায়ী শ্রমিক বা অস্থায়ী গোডাউন কিপারের মধ্য হইতে পূরণ করা হয়। লিখিত জবাবের এই বক্তব্যের সমর্থনে দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এমন কোন অস্থায়ী গুদাম রক্ষকদের পৃথক কোন তালিকা দাখিল করা হয় নাই। অস্থায়ী গুদাম রক্ষকদের বেতন ভাতাদি গ্রহণের জন্য বাজেটে কোন প্রভিশন রাখা হইয়াছে কি না তাহাও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নাই। কাজেই, ব্যাংকের নিজস্ব গোডাউনে স্থায়ী গুদাম রক্ষকদের পদ পূরণ প্রসংগে যে বক্তব্য দেওয়া হইয়াছে তাহা কাগজাদি দ্বারা সমর্থিত নহে। এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংকের অধীনে প্রথম পক্ষ একজন স্থায়ী শ্রমিক তবে তাহার প্রভিডেন্ড ফান্ড ও পদোন্নতির বিষয় দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ারাধীন বিষয়। কাজেই, এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাবে অত্রাদালত কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কোন নির্দিষ্ট নির্দেশ দিতে অপারগ।

তবে আলোচ্য পরিস্থিতিতে প্রথম পক্ষ স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে অন্যান্য শ্রমিকের ন্যায় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হইতে পারেন মর্মে অত্র আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে আইনগত কোন প্রতিবন্ধকতা নাই বা তামাদিতেও বারিত নহে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—মোকদ্দমাটি দোতরফা শুনানীতে নিঃখরচায় আংশিক মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে ১৭-৪-৮৮ ইং তারিখ হইতে রায়ের পূর্বে পর্যবেক্ষণের আলোকে স্থায়ী শ্রমিকের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী কেস নং ৩২/৯৬

রওশন আরা, অপারেটর,
প্রযত্নে খালেক মিয়া,
২৭৩, মালিবাগ,
ঢাকা-১২১৭—বাদীনি।

বনাম

মিঃ আমছেম এ কুইয়া,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
রওশন গার্মেন্ট লিঃ,
ভূইয়া ম্যানশন,
৭৪, কাকরাইল,
থানা মতিঝিল, ঢাকা—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৯, তারিখ ২২-৩-৯৭।

বাদী রওশন আরা অনুপস্থিত। আসামী সমন জারী সত্ত্বেও অনুপস্থিত থাকায় গ্রেফতারী পরওয়ানা দেওয়া হয়। থানা হইতে গ্রেফতারী পরওয়ানার প্রতিবেদন আসে নাই। নথি দেখিলাম। আদালতের বাহিরে আপোষ-মীমাংসা করা সংক্রান্ত বাদী কর্তৃক দাখিলী ১২-৩-৯৭ ইং তারিখের মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত নথিভুক্ত রাখা হউক। আলোচ্য পরিস্থিতিতে বাদীর অনুপস্থিতির কারণে আসামীকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারায় অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—আসামী আমছেম এ কুইয়াকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারায় আওতায় তাহার বিরুদ্ধে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় আনীত অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল। আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা রি-কল করা হউক।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী মোকদ্দমা নং ৩৩/৯৫

মোঃ আবদুল কাদের, পিতা মৃত মহব্বত আলী,
প্রযত্নে এবাদুল্লাহর চায়ের দোকান, কাজলা,
ডেমরা রোড, ঢাকা-১২০০—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) বোর্ড অব ডাইরেক্টরস,
এসোসিয়েটেড প্রিন্টার্স লিঃ,
অবজারভার হাউস,
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(২) জেনারেল ম্যানেজার,
এসোসিয়েটেড প্রিন্টার্স লিঃ,
অবজারভার হাউস,
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা।

(৩) ম্যানেজার,
এসোসিয়েটেড প্রিন্টার্স লিঃ, (প্যাকেজিং ডিভিশন),
কাজলা, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২০০—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৭, তারিখ ১৯-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের উপস্থিতি ও আদেশের জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ মোঃ আবদুল কাদের অনুপস্থিত। তাহার নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। শুনিলাম ও নথি দেখিলাম। সময়ের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, মামলাটি ৭-২-৯৬ ইং তারিখ হইতে পর পর ৮টি তারিখ একতরফা শুনানীর জন্য এবং প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে কেন খারিজ করা হইবে না উহার কারণ দর্শাইবার জন্য ২৭-১১-৯৬ এবং ২৭-১-৯৭ ইং তারিখ ধার্য ছিল। কিন্তু প্রথম পক্ষ উক্ত তারিখসমূহে অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ২১/৯৬

মোঃ আদম আলী সিকদার,
পিতা মৃত হজরত আলী সিকদার,
গ্রাম গোলখালী,
ডাকঘর সুবিদখালী,
থানা মির্জাগঞ্জ,
জিলা পটুয়াখালী—**অভিযোগকারী।**

বনাম

(১) জনাব রইছ উদ্দিন,
মালিক,
ডন এণ্টারপ্রাইজ,
৫০/ডি, ইনার সারকুলার রোড,
(ভি আই পি রোড), ঢাকা।

(২) ম্যানেজার,
ডন এণ্টারপ্রাইজ (বরিশাল শাখা),
বি, এম, স্কুল রোড,
বরিশাল।

(৩) মোঃ বাবুল মিয়া,
সাব-কণ্ট্রাক্টর,
মমতাজ মঞ্জিল,
বগুড়া রোড,
থানা ও জিলা বরিশাল।

(৪) জনাব আব্দুস সোবহান সিকদার,
লেবার কণ্ট্রাক্টর,
ডন এণ্টারপ্রাইজ,
পিতামৃত রজব আলী সিকদার,
গ্রাম গোলখালী,
ডাকঘর সুবিদখালী,
থানা মির্জাগঞ্জ,
জিলা পটুয়াখালী—**আসামীগণ।**

আদেশের কপি

আদেশ নং ৮, তারিখ ঃ ১৯-৩-৯৭।

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী মোঃ আদম আলী সিকদার ও জামিনপ্রাপ্ত আসামী নং (১) রইছ উদ্দিন, (৩) মোঃ বাবুল মিয়া ও (৪) আবদুস সোবহান সিকদার অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। নথি দেখিলাম। বাদী গত ৩০-১১-৯৬ ও ২৩-১-৯৭ ইং তারিখ অনুপস্থিত থাকায় তাহার নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী সময় নিয়াছিলেন। ইহাতে বাদী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কাজেই, অদ্য বাদীর অনুপস্থিতির কারণে আসামীগণকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারায় অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—আসামী নং (১) রইছ উদ্দিন, (৩) মোঃ বাবুল মিয়া ও (৪) আবদুস সোবহান সিকদারকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় তাহাদের বিরুদ্ধে ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় আনীত অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল এবং তাহাদিগকে তাহাদের স্ব-স্ব জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৬/৯৬

হাম্মান মিয়া,
অপারেটর, কার্ড নং ৫৮,
প্রযত্নে সেলিম মিয়া,
মিরাজ নগর (শাহী মসজিদ),
ডেমরা, ঢাকা—**প্রথম পক্ষ।**

বনাম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
প্রোগ্রেসিভ ফ্যাশনস লিঃ,
ফ্যাক্টঃ ১২৩, নিউ কাকরাইল রোড,
(২য় ফ্লোর), ঢাকা—**দ্বিতীয় পক্ষ।**

আদেশের কপি

আদেশ নং ১১, তারিখ ১৫-৩-৯৭।

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আলী আফজাল ফারুক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মণ্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী অত্র মামলার আরজী ফেরত দেওয়ার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম ও নথি দেখিলাম। দ্বিতীয় পক্ষের ঠিকানা ১২৩, নিউ কাকরাইল রোড, ঢাকা যাহা দরখাস্ত মোতাবেক অত্র আদালতের অধিক্ষেত্র বহির্ভূত। দ্বিতীয় পক্ষের আপত্তি নাই। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—প্রথম পক্ষকে যথাযথ আদালতে দাখিলের নিমিত্ত অত্র মামলার আরজী ফেরত দেওয়ার অনুমতি প্রদান করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ২০/৮৭

আবদুল রহিম, মোল্লার মেচ,
৪নং নূতন আলী বহর,
শ্যামপুর, পোঃ ফরিদাবাদ,
ঢাকা-৪—বাদী।

বনাম

মিঃ হাজী ইসহাক,
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
আল-আমিন রি-রোলিং মিলস লিঃ,
পোস্তাগোলা, থানা ডেমরা,
ঢাকা—আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৪৯, তারিখ ১৮-৩-৯৭।

মামলাটি বাদী পক্ষের স্বাক্ষীর জন্য ধার্য আছে। বাদী অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। বাদীকে সমন দেওয়া হয় কিন্তু উহা জারী না হইয়া ফেরত আসিয়াছে। ডাক পিয়ন.....বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছে। আসামী উপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব এম, এ, হামিদ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম ও আসামীর নিযুক্তীয় আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। বাদীর অনুপস্থিতির কারণে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারায় আসামীকে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—আসামী হাজী ইসহাককে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় তাহার বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৬ ধারায় আনীত অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মোকদ্দমা নং ৩৯/১৯৯৬

মোঃ আলাউদ্দিন, পিতা মৃত ছাদেক আলী শেখ,
ষ্টোর ইনচার্জ, জামালপুর।
বাংলাদেশ ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সংস্থা,
বর্তমানে বাংলাদেশ ভোগ্যপণ্য কোঃ লিঃ,
গ্রাম পাথালিয়া,
পোঃ, থানা ও জেলা জামালপুর-**বাদী**।

বনাম

(১) জনাব এ, এইচ, মোফাজ্জল করিম,
সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(২) জনাব মোঃ শহীদুল হক,
বাবস্থাপনা পরিচালক,
বাংলাদেশ ভোগ্যপণ্য সরবরাহ কোঃ লিঃ।

(৩) জনাব মিঃ ধীরেন চন্দ্র,
মহাব্যবস্থাপক,
বাংলাদেশ ভোগ্যপণ্য সরবরাহ কোঃ লিঃ,
ক্রমিক ২ ও ৩নং এর ঠিকানা ঃ
১নং সেগুণ বাগিচা, ঢাকা—**আসামীগণ**।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৯, তারিখ ১৭-৩-৯৭।

মামলাটি উভয় পক্ষের দাখিলী দরখাস্ত শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী মোঃ আলাউদ্দিন ও আসামী নং (২) মোঃ শহীদুল হক ও (৩) ধীরেন চন্দ্র উপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আনোয়ারুল আফজাল ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব এম, এ, হামিদ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শুনিলাম এবং তাহাদের দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে নথিভুক্ত রাখা হইল।

প্রথমতঃ আসামী মোঃ শহীদুল হক ও ধীরেন চন্দ্র এর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠিত হইবে কি না বা তাহারা ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১(এ) ধারার বিধান মোতাবেক তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে কি না তৎবিষয়ে শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং উভয় পক্ষের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রুত হইল এবং দাখিলী কাগজাদি পরিদৃষ্ট হইল। ইহা স্বীকৃত যে বাদী মোঃ আলাউদ্দিন অত্র আদালতের আই, আর, ও, ২৬/৯৫ নম্বর মামলাতে ১নং দ্বিতীয় পক্ষ সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

সরকার, ঢাকা এর বিরুদ্ধে একতরফা সূত্রে এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ভোগ্যপণ্য সরবরাহ কোঃ লিঃ অর্থাৎ অত্র মামলার ২ ও ৩ নং আসামীগণের বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে ২৫-৪-৯৬ ইং তারিখে আদেশ প্রাপ্ত হন। উক্ত আদেশমতে বাদীকে উক্ত তারিখ হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে তাহার চাকুরীর ধারাবাহিকতা জ্যেষ্ঠতা ও বকেয়া বেতন-সহ চাকুরীতে পুনর্বহাল করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়। বাদীর অত্র মোকদ্দমার অভিযোগ মোতাবেক ১৫-৬-৯৬ ইং তারিখে উক্ত রায়ের ফটোকপি তাহার নিযুক্তীয় আইনজীবীর মারফত আসামীদ্বয়সহ সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা সত্ত্বেও উক্ত রায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তাহাদের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ এর ৫৪ ধারায় তাহাদের শাস্তির প্রার্থনায় অত্র নালিশ করা হইয়াছে।

আসামী পক্ষের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব আলিমুজ্জামান চৌধুরী কর্তৃক এই মর্মে নিবেদন করা হয় যে, বাংলাদেশ ভোগ্যপণ্য সরবরাহ কোঃ লিঃ (কসকর)কে সরকার কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের মাধ্যমের অবসায়নের সিদ্ধান্ত ডিসেম্বর/৯১ তে গৃহীত হয় উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কসকর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২৩-১-৯২ ইং তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন একটি অবসায়নের দরখাস্ত দাখিল করা হয়। উক্ত দরখাস্ত ২৩-১-৯২ ইং তারিখ শুনানীর জন্য মঞ্জুর হয় এবং উক্ত আদালতের নির্দেশে বাংলাদেশ গেজেট, দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক অবজার-ভার পত্রিকায় উক্ত অবসায়নের বিষয়ে সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করান হয়। ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনের ১৬৮ ধারার বিধান (যাহা ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের ২৪৭ ধারার সদৃশ্য) মোতাবেক কোন অবসায়নের দরখাস্ত কোম্পানী কর্তৃক দাখিল হইলে উক্ত অবসায়নের কার্যক্রম দাখিলের তারিখ হইতে শুরু হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে। জনাব আলিমুজ্জামান চৌধুরী কর্তৃক বাদীর উকিল নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে কসকর পক্ষে তৎকর্তৃক ২-৬-৯৬ ইং তারিখে যে জবাব বাদীকে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে দেওয়া হয় (যাহা বাদী মোঃ আলাউদ্দিন কর্তৃক ৫-৬-৯৬ ইং তারিখে গৃহীত হইয়াছে) উহার উদ্ধৃতিতে তিনি এই মর্মে বক্তব্য রাখেন যে বাদী কর্তৃক আই, আর, ও, ২৬/৯৫ নং মোকদ্দমাতে প্রাপ্ত ডিক্রীর বিষয়ে কোম্পানী আদালতের সম্মুখে উপস্থাপন করা হইবে মর্মে বাদীকে জানাইয়া দেওয়া হয় এবং ২৫-৭-৯৬ ইং তারিখের আদেশ মোতাবেক বাদী মোঃ আলাউদ্দিনসহ অন্য ৬ জনকে কোম্পানী বিষয়ক মোকদ্দমা নং ৭/৯২তে রেসপনডেন্ট হিসাবে পক্ষভুক্ত করা হইয়াছে।

আমরা সংশ্লিষ্ট কাগজাদি প্রত্যক্ষ করিলাম এবং বর্তমান ফৌজদারী মোকদ্দমাটি বাদী কর্তৃক ৩০-৭-৯৬ ইং তারিখে অত্র আদালতে আনয়ন করা হইয়াছে। উপরোক্ত অবস্থায় ১৯১৩ সনের কোম্পানী আইনের ১৬৭, ১৬৮ ও ১৬৯ ধারা এবং ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের ২৪৬, ২৪৭ ও ২৪৮ ধারার বিধানাবলী পর্যালোচনা করা হইল। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, অত্র মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বেই বাদী মোঃ আলাউদ্দিন কোম্পানী ম্যাটার নং ৭/৯২তে একজন রেসপনডেন্ট শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। যে জুরিটিকস ব্যক্তি অর্থাৎ কসকরের বিরুদ্ধে দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে উক্ত কসকর বর্তমানে কোম্পানী ম্যাটার নং ৭/৯২তে অবসায়নের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

এমতাবস্থায় আসামীদ্বয়কে অত্র আদালতের সিদ্ধান্ত বা রায়ের নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত করার মত যুক্তি প্রতীয়মান হইতেছে না। কাজেই, তাহাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করার যথেষ্ট যুক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

অপরদিকে বাদী মোঃ আলাউদ্দিন কর্তৃক অপর একটি দরখাস্ত যোগে জনাব এ, এইচ, মোফাজ্জল করিম প্রাক্তন সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব জনাব আলমগীর ফারুক চৌধুরীর নামে সমন প্রেরণ পূর্বক তাহাদের উপর শাস্তি আরোপের প্রার্থনা করা হইয়াছে। বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব চৌধুরী সানোয়ার আলী কর্তৃক উক্ত দরখাস্তের সমর্থনে অত্র আদালতে ৩০-৭-৯৬ ইং তারিখের ১ নং আদেশের উদ্ধৃতি পূর্বক এই মর্মে তাহার বক্তব্য রাখা হয় যে, সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাদী কর্তৃক তাহার ও অপরাপরের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের আওতায় আই, আর, ও, মোকদ্দমা আনয়ন করায় এবং তাহার বিরুদ্ধে আদালতের আদেশ প্রাপ্ত হওয়ায় তৎকর্তৃক আদালতের সিদ্ধান্ত ভংগের অভিযোগে একই আইনের ৫৪ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগে ফৌজদারী মোকদ্দমা চলিতে আইনগত কোন বাধা নাই এবং এই ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৭(১) ধারা প্রযোজ্য নহে। তিনি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২(III), ৩৪, ৩৬(১), ৩৬(৩) ধারার বিধানাবলীসহ ৪৪ ডি, এল, আর (এডি) পৃষ্ঠা ২৬০ ও ৩৯ ডি, এল, আর (১৯৮৭) হাইকোর্ট ডিভিশন পৃষ্ঠা ৪১তে প্রকাশিত সিদ্ধান্তসমূহের বিষয় উল্লেখ করেন। যেহেতু বাদী কর্তৃক আনীত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নে উদ্ধৃত আদেশ প্রদান করা হয়। "বাদীর প্রাথমিক জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল। বাদীর বিজ্ঞ-আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। আসামী নং (১) এ, এইচ, মোফাজ্জল করিম একজন পাবলিক সারভেন্ট (public servant)। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৭(১) ধারা মোতাবেক সরকারী অনুমোদন (Government sanction) ব্যতিরেকে তাহার বিরুদ্ধে মামলাটি চলে না। কাজেই, ১ নং আসামী ব্যতিরেকে অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে সমন দেওয়া হউক।"

উপরে উদ্ধৃত আদেশ মোতাবেক অত্র আদালত কর্তৃক জনাব এ, এইচ মোফাজ্জল করিম, প্রাক্তন সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে বিচারামল গ্রহণ করা হয় নাই। অত্রাদালত কর্তৃক এই আদেশটি রিভিউ করার কোন বিধান ফৌজদারী কার্যবিধিতে সংকলিত নাই। কাজেই, বাদীর দরখাস্ত মোতাবেক উক্ত এ, এইচ মোফাজ্জল করিম, প্রাক্তন সচিব বা আলমগীর ফারুক চৌধুরী বর্তমান সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে সমন প্রেরণ করা বা নতুন করিয়া বিচারামল বা cognizance গ্রহণ করার কোন অবকাশ বিদ্যমান নাই। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে, এইরূপ;

আদেশ হইল যে—আসামী মোঃ শহীদুল হক ও ধীরেন চন্দ্রকে দোতরফা শুনানীতে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১(এ) ধারার আওতায় তাহাদের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৫৪ ধারার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল এবং অবিলম্বে তাহাদিগকে তাহাদের জামিনামার দায় হইতে মুক্ত করা হইল।

বাদী কর্তৃক ২২-২-৯৭ ইং তারিখের দাখিলী দরখাস্ত না মঞ্জুর করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ১৯২/৯৫

করুনা আলম, কার্ড নং ১১৮,
৩৮৯, উত্তর শাজাহানপুর,
ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মোঃ নূরুল ইসলাম তালুকদার,
মহাব্যবস্থাপক,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা।

(২) মিঃ মোশারফ,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২১, তারিখ ঃ ২৫-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার এম, এ আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, ৬-১১-৯৬ ইং তারিখে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। উক্ত তারিখের এবং ইহার পরবর্তীতে বাদী ক্রমাগতভাবে পর পর ৫ তারিখে অনুপস্থিত থাকার হেতুতে কেন মোকদ্দমাটি খারিজ হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইতে বলা হয়। তৎসত্ত্বেও প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ও অদ্য কোন কারণ দর্শান নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ১৯৩/৯৫

কল্পনা, কার্ড নং ১৩০,
৩৮৯, উত্তর শাহাজানপুর, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মোঃ নূরুল ইসলাম তালুকদার,
মহাব্যবস্থাপক,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা।

(২) মিঃ মোশারফ,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২১, তারিখ ২৫-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, ৬-১১-৯৬ ইং তারিখে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। উক্ত তারিখের এবং ইহার পরবর্তীতে বাদনি ক্রমাগতভাবে পর পর ৫ তারিখে অনুপস্থিত থাকার হেতুতে কেন মোকদ্দমাটি খারিজ হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইতে বলা হয়। তৎসত্ত্বেও প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ও অদ্য কোন কারণ দর্শান নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতি জনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ১৯৪/৯৫

সন্ধ্যা, কার্ড নং ১১৫,
৪, নবীন চাঁন গোস্বামী রোড,
(গোসাইবাড়ী), সূত্রাপুর, ঢাকা—**প্রথম পক্ষ।**

বনাম

(১) মোঃ নূরুল ইসলাম তালুকদার,
মহাব্যবস্থাপক,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা।

(২) মিঃ মোশারফ,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা—**দ্বিতীয় পক্ষগণ।**

আদেশ নং ১৯, তারিখ ২৫-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। দেখা যায় যে, ৬-১১-৯৬ ইং তারিখে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। উক্ত তারিখের এবং ইহার পরবর্তীতে বাদীনি ক্রমাগতভাবে পর পর ৫ তারিখে অনুপস্থিত থাকার হেতুতে কেন মোকদ্দমাটি খারিজ হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইতে বলা হয়। তৎসত্ত্বেও প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ও অদ্য কোন কারণ দর্শান নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অদ্য আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

আই, আর, ও, মামলা নং ১৯৫/৯৬

মাকসুদা, কার্ড নং ১২৩,
৫০, লালচাঁন মুন্সী লেন,
নবাবপুর, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মোঃ নূরুল ইসলাম তালুকদার,
মহাব্যবস্থাপক,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা।

(২) মিঃ মোশারফ,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৯, তারিখ ২৫-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, ৬-১১-৯৬ ইং তারিখে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। উক্ত তারিখের এবং ইহার পরবর্তীতে বাদীনি ক্রমাগতভাবে পর পর ৫ তারিখে অনুপস্থিত থাকার হেতুতে কেন মোকদ্দমাটি খারিজ হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইতে বলা হয়। তৎসত্ত্বেও প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ও অদ্য কোন কারণ দর্শান নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

আই, আর, ও, মামলা নং ১৯৬/৯৫

ঝর্ণা, কার্ড নং ১১২,
৮০, নাজিরা বাজার (চৌরাস্তা),
(সাবেরাদের বাসা), ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মোঃ নূরুল ইসলাম তালুকদার,
মহাব্যবস্থাপক,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা।

(২) মিঃ মোশারফ,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২১, তারিখ ২৫-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার এম. এ. আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, ৬-১১-৯৬ ইং তারিখে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। উক্ত তারিখের এবং ইহার পরবর্তীতে বাদিনী ক্রমাগতভাবে পর পর ৫ তারিখ অনুপস্থিত থাকায় তাহাকে কেন মোকদ্দমাটি খারিজ হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইতে বলা হয়। তৎসত্ত্বেও পুনরায় পক্ষ অনুপস্থিত ও অদ্য কোন কারণ দর্শান নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

আই, আর, ও, মামলা নং ১১৮/৯৫

দেলোয়ার, কার্ড নং ১০৫,
প্রযত্নে হারুন, ১/২৬-১, দক্ষিণ মুগদা,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মোঃ নূরুল ইসলাম তালুকদার,
মহাব্যবস্থাপক,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা।

(২) মিঃ মোশারফ,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২১, তারিখ ২৫-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, ৬-১১-৯৬ ইং তারিখে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। উক্ত তারিখের এবং ইহার পরবর্তীতে বাদী ক্রমাগতভাবে পর পর ৫ তারিখে অনুপস্থিত থাকার হেতুতে কেন মোকদ্দমাটি খারিজ হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইতে বলা হয়। তৎসত্ত্বেও প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ও অদ্য কোন কারণ দর্শান নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

আই, আর, ও, মামলা নং ১৯৯/৯৫

ফেরদৌসী, কার্ড নং ১১১
৬০, লালচাঁন মুন্সী লেন,
নবাবপুর, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মোঃ নুরুল ইসলাম তালুকদার,
মহাব্যবস্থাপক,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সুত্রাপুর, ঢাকা।

(২) মিঃ মোশারফ,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সুত্রাপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২১, তারিখ ২৫-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, ৬-১১-৯৬ ইং তারিখে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। উক্ত তারিখের এবং ইহার পরবর্তীতে বাদিনী ক্রমাগতভাবে পর পর ৫ তারিখে অনুপস্থিত থাকার হেতুতে কেন মোকদ্দমাটি খারিজ হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইতে বলা হয়। তৎসত্ত্বেও প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ও অদ্য কোন কারণ দর্শান নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

অভিযোগ মামলা নং ১০/৯৫

করুনা আলম, কার্ড নং ১১৮,
৩৮৯, উত্তর শাজাহানপুর, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মোঃ নুরুল ইসলাম তালুকদার,
মহাব্যবস্থাপক,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা।

(২) মিঃ মোশারফ,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৪, তারিখ ২৫-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, ৬-১১-৯৬ ইং তারিখে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। উক্ত তারিখের এবং ইহার পরবর্তীতে বাদিনী ক্রমাগতভাবে পর পর ৫ তারিখে অনুপস্থিত থাকার হেতুতে কেন মোকদ্দমাটি খারিজ হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইতে বলা হয়। তৎসত্ত্বেও প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ও অদ্য কোন কারণ দর্শান নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অদ্য আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

অভিযোগ মামলা নং ১১/৯৫

কল্পনা, কার্ড নং ১৩০,
৩৮৯, উত্তর শাজাহানপুর,
ঢাকা—**প্রথম পক্ষ।**

বনাম

(১) মোঃ নূরুল ইসলাম তালুকদার,
মহাব্যবস্থাপক,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা।

(২) মিঃ মোশারফ,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা—**দ্বিতীয় পক্ষগণ।**

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৪, তারিখ ২৫-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, ৬-১১-৯৬ ইং তারিখে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। উক্ত তারিখের এবং ইহার পরবর্তীতে বাদিনী ক্রমাগতভাবে পর পর ৫ তারিখে অনুপস্থিত থাকার হেতুতে কেন মোকদ্দমাটি খারিজ হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইতে বলা হয়। তৎসত্ত্বেও প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ও অদ্য কোন কারণ দর্শান নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

অভিযোগ মামলা নং ১২/৯৫

মাকসুদা, কার্ড নং ১২৩,
৫০, লাল চাঁন মুক্তিম সেল,
নওয়াবপুর, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মোঃ নুরুল ইসলাম তালুকদার,
মহাব্যবস্থাপক,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা।

(২) মিঃ মোশারফ,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৪, তারিখ ২৫-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, ৬-১১-৯৬ ইং তারিখে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। উক্ত তারিখের এবং ইহার পরবর্তীতে বাদিনী ক্রমাগতভাবে পর পর ৫ তারিখে অনুপস্থিত থাকার হেতুতে কেন মোকদ্দমাটি খারিজ হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইতে বলা হয়। তৎসত্ত্বেও প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ও অদ্য কোন কারণ দর্শান নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ১৩/৯৫

শাহিনা ইয়াসমিন, কার্ড নং ১৩৫,
৩৮৯, উত্তর শাজাহানপুর, ঢাকা—**প্রথম পক্ষ।**

বনাম

(১) মোঃ নূরুল ইসলাম তালুকদার,
মহাব্যবস্থাপক,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা।

(২) মিঃ মোশারফ,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা—**দ্বিতীয় পক্ষগণ।**

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৪, তারিখ ২৫-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, ৬-১১-৯৬ ইং তারিখে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। উক্ত তারিখের এবং ইহার পরবর্তীতে বাদিনী ক্রমাগতভাবে পর পর ৫ তারিখে অনুপস্থিত থাকার হেতুতে কেন মোকদ্দমাটি খারিজ হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইতে বলা হয়। তৎসত্ত্বেও প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ও অদ্য কোন কারণ দর্শান নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ১৪/৯৫

দেলোয়ার, কার্ড নং ১০৫,
প্রযত্নে হারুন,
১/২৬-১, দক্ষিণ মুগদা,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মোঃ নূরুল ইসলাম তালুকদার,
মহাব্যবস্থাপক,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা।

(২) মিঃ মোশারফ,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৫, তারিখ ২৫-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, ৬-১১-৯৬ ইং তারিখে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। উক্ত তারিখের এবং ইহার পরবর্তীতে বাদিনী ক্রমাগতভাবে পর পর ৫ তারিখে অনুপস্থিত থাকার হেতুতে কেন মোকদ্দমাটি খারিজ হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইতে বলা হয়। তৎসত্ত্বেও প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ও অদ্য কোন কারণ দর্শান নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ১৫/৯৫

ফেরদৌসী, কার্ড নং ১১১,
৫০, লালচাঁন মুকিম লেন,
নওয়াবপুর, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মোঃ নুরুল ইসলাম তালুকদার,
মহাব্যবস্থাপক,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা।

(২) মিঃ মোশারফ,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৪, তারিখ ২৫-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, ৬-১১-৯৬ ইং তারিখে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। উক্ত তারিখের এবং ইহার পরবর্তীতে বাদিনী ক্রমাগতভাবে পর পর ৫ তারিখে অনুপস্থিত থাকার হেতুতে কেন মোকদ্দমাটি খারিজ হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইতে বলা হয়। তৎসত্ত্বেও প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ও অদ্য কোন কারণ দর্শান নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

অভিযোগ মামলা নং ১৬/৯৫

ঝর্ণা, কার্ড নং ১১২,
৮০, নাজিরা বাজার (চৌরাস্তা),
(সাবেরাদের বাসা),
ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মোঃ নূরুল ইসলাম তালুকদার,
মহাব্যবস্থাপক,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা।

(২) মিঃ মোশারফ,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৪, তারিখ ২৫-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, ৬-১১-৯৬ ইং তারিখে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। উক্ত তারিখের এবং ইহার পরবর্তীতে বাদিনী ক্রমাগতভাবে পর পর ৫ তারিখে অনুপস্থিত থাকার হেতুতে কেন মোকদ্দমাটি খারিজ হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইতে বলা হয়। তৎসত্ত্বেও প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ও অদ্য কোন কারণ দর্শান নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ জহুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

অভিযোগ মামলা নং ১৭/৯৫

রিনা, কার্ড নং ১৪৮,
প্রযত্নে ভুলু (প্রাক্তন চেয়ারম্যান),
৩১, দয়াগঞ্জ, ঢাকা— প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মোঃ নূরুল ইসলাম তালুকদার,
মহাব্যবস্থাপক,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা।

(২) মিঃ মোশারফ,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৫, তারিখ ২৫-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, ৬-১১-৯৬ ইং তারিখে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। উক্ত তারিখের এবং ইহার পরবর্তীতে বাদিনী ক্রমাগতভাবে পর পর ৫ তারিখে অনুপস্থিত থাকার হেতুতে কেন মোকদ্দমাটি খারিজ হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইতে বলা হয়। তৎসত্ত্বেও প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ও অদ্য কোন কারণ দর্শান নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

অভিযোগ মামলা নং ১৮/৯৫

সুন্ধ্যা, কার্ড নং ১১৫,
৪, নবীনচাঁন গোস্বামী রোড,
(গোশাই বাড়ী), সূত্রাপুর, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মোঃ নূরুল ইসলাম তালুকদার,
মহাব্যবস্থাপক,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা।

(২) মিঃ মোশারফ,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
জুমা গার্মেন্টস লিঃ,
ইম্পিরিয়াল মার্কেট,
১০৬, নওয়াবপুর রোড,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৪, তারিখ ২৫-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য উইং কমান্ডার এম, এ, আজিজ খান (অবঃ) এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব হাবিবুর রহমান আকন্দ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, ৬-১১-৯৬ ইং তারিখে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। উক্ত তারিখের এবং ইহার পরবর্তীতে বাদিনী ক্রমাগতভাবে পর পর ৫ তারিখে অনুপস্থিত থাকার হেতুতে কেন মোকদ্দমাটি খারিজ হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শাইতে বলা হয়। তৎসত্ত্বেও প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ও অদ্য কোন কারণ দর্শান নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অদ্য আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৫৫/৯৫

রুবা, কার্ড নং ৮৮,
ঠিকানা ঃ
প্রযত্নে জনাব কাবুল,
৪৬০, গুলবাগ পাওয়ার হাউজ (নিচতলা),
ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

মহাব্যবস্থাপক,
রু ষ্টার এ্যাপারেলস,
১০২৮/বি, সাহাব খিলগাঁও,
মালিবাগ, ঢাকা—প্রতিপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৪, তারিখ ৩১-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ তাহার অনুপস্থিতির কারণে কেন মামলাটি খারিজ করা হইবে না উহার কারণ দর্শান নাই। প্রথম পক্ষের আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। শুনিলাম ও নথি দেখিলাম। সময়ের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা হইল। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, পূর্বে মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য হইয়াছিল এবং প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি কেন খারিজ করা হইবে না উহার কারণ দর্শাইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু প্রথম পক্ষ কারণ দর্শান নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

আই, আর, ও, কেস নং ১৬/৯৬

মোঃ সালাহ উদ্দিন, পিতা মোঃ সাত্তার মোল্লা,
গ্রাম কান্দালংকা, পোঃ ঝিটকা, থানা হরিরামপুর,
জিলা মানিকগঞ্জ, হাল সাং ৪৬/২, উত্তর কাফরুল,
ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা—বাদী।

বনাম

(১) মর্ডান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং,
ইহার পক্ষে মালিক, ৪—৬, জয় চন্দ্র ঘোষ লেন,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা।

(২) মালিক, মর্ডান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং,
৪—৬, জয় চন্দ্র ঘোষ লেন,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা।

(৩) ম্যানেজার,
মর্ডান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং,
৪—৬, জয় চন্দ্র ঘোষ লেন,
থানা সূত্রাপুর, ঢাকা—বিবাদীগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৩, তারিখ ১৯-৩-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত। প্রথম পক্ষ তাহার অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি কেন খারিজ করা হইবে না উহার কারণ দর্শান নাই। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আলী আফজাল ফারুক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মণ্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, মামলাটি পূর্বে একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য হইয়াছিল এবং প্রথম পক্ষকে তাহার অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি কেন খারিজ করা হইবে না উহার কারণ দর্শাইবার জন্য পর পর দুই তারিখে নির্দেশ দেওয়া হয় কিন্তু প্রথম পক্ষ কারণ দর্শান নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ হইল যে—মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
বিমান বিহারী দাস, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।